সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কে প্রেমিকা কে অপরাজিতা

BanglaBook.org

কে প্রেমিকা
কে অপরাজিতা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ মৃত্যু ২৫ অক্টোবর ২০১২

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দেখা করার কথা চারটের সময়। এখন চারটে চল্লিশ বাজে। সাধারণত বেকার আর গরিবদের সময়জ্ঞান থাকে না। তাদের কাছে সময়ের দামই বিশেষ নেই। দু'চার ঘন্টা এদিক-ওদিক হলে কী বা আসে যায়। কিন্তু ইদানীং দেখছি, আমার বন্ধু রূপমের সময়জ্ঞানটা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। যদিও সে বেকারও নয়, গরিবও নয়।

অবশ্য আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি।

এই কফি শপটা নতুন খুলেছে এ পাড়ায়। কায়দা করে এর বানানটা আবার Shoppe. চেয়ার-টেবিলগুলো অন্যরকম, খুব পাতলা আর ঝকঝকে তকতকে। সম্ভবত কোনো বিদেশি কোম্পানির চেইন।

কফির স্বাদ খুবই ভালো। দামও তেমনি। এখন নাকি শোনা যাচ্ছে, যে রেস্তোরাঁর খাবার-দাবারের দাম যত বেশি, সেখানেই তত বেশি ভিড়। আবার এগুলো পটপট করে উঠেও যায়। এই আছে, এই নেই। এই জায়গাতেই আগে ছিল একটা কেক-পেস্ট্রির দোকান, বেশ চলছিল, হঠাৎ এক সকালে হাওয়া হয়ে গেল। সস্তার দোকানগুলো কিন্তু উঠে যায় না। সেখানকার খদ্দেররা গরিব হতে পারে ; কিন্তু বাঁধা খদ্দের। যেমন আমাদের পাড়ার শান্তিনিকেতন কেবিন, জন্ম থেকে একইরকম দেখে আসছি।

আমি এখানে একটা কফি নিয়েছি আর ঈদের চাঁদের মতন বাঁকা আর ফোলা ফোলা একটা রুটি, সেটার নাম ক্রোয়াশঁ না কী যেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এরপর আর একটা কিছুর অর্ডার না দিলে কি আমায় তুলে দেবে? বেয়ারারা অতি ভদ্র, ইংরেজি জানে।

এর মধ্যে কখন যেন ফিনফিনে বৃষ্টি নেমেছে। এখন বর্ষাকাল, যখন তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামার কথা। কিন্তু এ বৃষ্টি খুব সূক্ষ্ম, প্রায় দেখাই যায় না। তারই মধ্যে অনেকে ছাতা খুলে ফেলছে। আমার টেবিলটা জানালার পাশে, তাই আমি দোকানের মানুষদের বদলে রাস্তার মানুষদেরই দেখছি বেশি। রূপম কোন দিক দিয়ে আসবে?

দূর থেকে গোলাপি রঙের ছাতা মাথায় একটি তরুণীকে আসতে দেখলাম এদিকে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দিকেই যে বেশি চোখ পড়বে, তা-ই তো স্বাভাবিক।

ছাতার জন্য মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না, বেশ লম্বা, জিনস পরা, উপরে একটা ঝলমলে জামা, হাতে একটা সাদা রঙের ব্যাগ। মেয়েটির শরীরের গড়ন সত্যি চোখ টেনে রাখার মতনই।

এই কফি শপেই মেয়েটি আসবে মনে হচ্ছে। রাস্তা পার হলো। যদি এখানেই আসে, তাহলে আরও কিছুক্ষণ আমার চক্ষু জুড়োবে।

একজন বেয়ারা আমার কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে, মুখে কিছু বলছে না অবশ্য। কিন্তু আর এককাপ কফির অর্ডার না দিলে মান থাকে না।

ছাতা বন্ধ করে তরুণীটি এই দোকানের কাচের দরজা দিয়ে ঢুকল, আর আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো দূর ছাই!

এ তো রিনি। আমার বোন!

আমার নিজের মায়ের পেটের বোন নেই, ছোটবেলা থেকে এই মাসতুতো-পিসতুতো বোনেরাই আমার আপন বোনের মতন।

নিজের মাসতুতো বোনকে আগে আমি চিনতে পারিনি কেন? কারণ আগে আমি ওকে জিনস পরতে দেখিনি, ছাতায় মুখটাও খানিকটা আড়াল হয়ে ছিল। মেয়েরা আজকাল শাড়ি প্রায় পরেই না, রিনিকেও আমি সালোয়ার-কামিজ পরতেই দেখেছি।

নিজের মাসতুতো বোন যতই সুন্দর হোক, তার দিকে বেশিক্ষণ প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাকা একেবারেই উচিত নয়। তা ছাড়া বোনদের দিকে তাকানোর আলাদা একটা ধরন আছে, যাকে বলা যায়, নিরামিষ দৃষ্টি। ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা থাকলেও সেদিকে চোখ ফেলা চলে না।

মাসতুতো বোনের সঙ্গে কি কারুর প্রেম হতে পারে না? গল্প-উপন্যাসে এরকম পড়েছি। বিশেষত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে এবং আমাদের একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি তার মাসতুতো বোনকে বিয়ে করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে তো এরকম অহরহ হয়ে থাকে শুনেছি।

BanglaBook.org

কিন্তু আমার সঙ্গে হয়নি। সত্যি বলছি, কখনো কিছু হয়নি। একটুও ছোঁয়াছুঁয়িও না। অনেকের তা হয়। আমার হয়নি। সত্যি বলছি। এমনকি আমি মা কালীর দিব্যি দিয়েও বলতে পারি!

ভেতরে ঢুকে রিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। তারপর হাসিমুখে হাত নাড়ল কারুর দিকে। আমার সঙ্গে একবারও চোখাচোখি হয়নি, তবু এগিয়ে এলো আমারই টেবিলে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কী তা হলে জুটেছে শেষ পর্যন্ত।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুই কার জন্য এসেছিস? সুমন্ত্র তো ব্যাঙ্গালোরে। রিনি বলল, আমার বুঝি অন্য বন্ধু থাকতে পারে না? শ্রীমান নীলুচাঁদ কফি শপে একলা কার জন্য বসে আছে, সেটা আমি না দেখে যাচ্ছি না!

আমি বললুম, বোস না। আমি কি লুকোবো নাকি?

রিনি বলল, তোমার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি। গঙ্গার ধার টারের বদলে এই এক্সপেনসিভ কফি শপে। পকেট ভারি। কোনোদিন তো আমাদের এককাপও কফি খাওয়াও না।

এ সময় একজন যুবক অন্য টেবিল থেকে উঠে এসে রিনির পাশে দাঁড়াল। সেও বেশ লম্বা-চওড়া আর স্যুট পরা। খুব ফর্সা রঙ আর জোড়া ভুরু। ফর্সা রঙের জন্য তার দাড়ি কামানো গালে একটা নীল আভা।

রিনি তার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব দেরি করে ফেলেছি? ওদিকে জোর বৃষ্টি পড়ছিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নীলুদা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, সঞ্জয় সিং, আমার খুব বন্ধু আর ইনি আমার দাদা, আমার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়।

যুবকটি খানিকটা চঞ্চলভাবে বলল, আপনার সঙ্গে পরে ভাল করে আলাপ হবে। কিছু মনে করবেন না, ইনি মাত্র কুড়ি মিনিট লেটে এসেছেন। আমাদের একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

আমি বললুম, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

সে রিনির ঘাড়ে হাত দিয়ে প্রায় টেনেই নিয়ে গেল।

BanglaBook.org

এবার আমাকেও উঠতে হবে। বিল মেটানোর জন্য পকেটের সব খুচরা টাকাগুলো রাখলুম টেবিলের উপরে।

আর তখনই ঢুকল রূপম। দেয়ালের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলুম, পাঁচটা সতেরো।

কোনোরকম লজ্জা কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার ইচ্ছের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই ওর মুখে।

সশব্দে একটা চেয়ার টেনে বসে রূপম জিজ্ঞেস করল, রিনিকে দেখলুম একটা ছেলের সঙ্গে স্যানট্রো গাড়িতে উঠছে। ছেলেটা কে রে?

আমি বললুম, আগে দেখিনি, আজই প্রথম পরিচয় হলো, ওর নাম সঞ্জয় সিং।

কী করে?

তা তো জানি না!

রূপম একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, হুঁ।

কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার বলল, আমি যে এত দেরি করে এসেছি, তার কৈফিয়ত হিসেবে লোকে সাধারণত কী বলে? ট্র্যাফিক জ্যাম ছিল, তাই না? কিন্তু আমি সেটা বলছি না। অথবা আর কী বলে?

বাড়িতে হঠাৎ কোনো লোক এসে গিয়েছিল। চন্দননগরের পিসিমা কিংবা মেদিনীপুরের দাদার ভায়রাভাই।

সেরকম কেউ আসেনি।

গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

আমার গাড়ি পক্ষিরাজ। কক্ষনো খারাপ হয় না!

তাহলে মহারাজ বলুন, এরকম অসভ্যের মতন এতক্ষণ আমাকে বসিয়ে রাখার কারণটা কী? বেয়ারারা ভাবছে, আমি বুঝি কোনো মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছি,আর সে মেয়ে আমাকে ডিচ্ করেছে।

আমি তোকে বসিয়ে রেখেছি ইচ্ছে করে।

রূপম, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি এখন উঠছি।

আরে বোস বোস, রাগ করছিস কেন? তোকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার

BanglaBook.org

একটা উদ্দেশ্য আছে। তুই বসে বসে লক্ষ করবি, কারা আসছে, কোন বয়সের কাস্টমার বেশি, প্রেমিক-প্রেমিকারা কতক্ষণ বসে থাকছে, এইসব কেন, আমি এসব লক্ষ করতে যাব কেন? আমি মোটেই সেসব দেখিনি। আমি জানালা দিয়ে রাস্তার মেয়েদের দেখছিলাম।

নীলু তোকে আমি বলেছিলাম না, তোর সঙ্গে একটা খুব জরুরি কথা আছে?

আমি এখন কোনো জরুরি কথা শুনতে চাই না।

আরে শোন, শোন, তুই কি জানিস, এই এতবড় কফি শপটার মালিক কে? প্র্যাকটিক্যালি আমি।

তুই এই দোকানটার মালিক?

হ্যাঁ। প্র্যাকটিক্যালি।

শোন রূপম, সন্তু কাকাবাবুর গল্পে জোজো বলে একটা ক্যারেকটার আছে। অনবরত গুল মারে। তুই দেখছি দিন দিন সে রকম হয়ে উঠছিস।

আরে ধুৎ, এই দোকানে বসে এরকম গুল মারা যায় নাকি? তুই তো আমার বড় মামাকে কয়েকবার দেখেছিস। জেসি গুহ। একটা বিস্কুট কোম্পানি চালান। তিনি এই রেস্তোরাঁটা এই মাসে কিনেছেন। সেই যে একটা কথা আছে, নরানাং মাতুলঃ ক্রম, মানে মামার সম্পত্তি মানেই ভাগ্নের হয়ে গেল। অন্তত আমি যে মালিক পক্ষের লোক তা তো তুই মানবি?

তা হলে আমার এই কফি আর ক্রোয়াশঁ'র দাম লাগবে না?

কিসের দাম! তুই আরও কিছু খেলি না কেন? এইবার শোন আসল কথাটা! আমার মামা আমাকে বলেছেন, ভালো একজন ম্যানেজার খুঁজে দিতে। তখনই আমার মনে পড়ল তোর কথা। তোর পক্ষে এটা একটা চমৎকার চাকরি হবে, তাই না?

প্রস্তাবটির আকস্মিকতায় আমি কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে গেলাম। এরকম একটা রেস্তোরাঁর ম্যানেজার? যত ইচ্ছে কফি খেতে পারব।

রূপম বলে বসলো, তোকে কোনো ট্রেনিং নিতে হবে না। জাস্ট হাসি হাসি মুখে বসে থাকবি। কোম্পানি থেকে তোকে এক জোড়া স্যুট

BanglaBook.org

বানিয়ে দেওয়া হবে, এসব জায়গায় একটু সাজগোজ করা দরকার। রোজ দাড়ি কামাবি, এইটুকুই যা তোর কষ্ট।

উঠে দাঁড়িয়ে রূপম বলল, আয় তো আমার সঙ্গে।

আমাকে সে নিয়ে গেল কাউন্টারের কাছে। দুটি বেয়ারা সেলাম করল রূপমকে। অর্থাৎ ওরা চেনে।

কাউন্টারে যিনি বসে আছেন, তিনিও নমস্কার করলেন।

রূপম তাকে বলল, ইউসুফ সাহেব, আপনি একটু উঠে আসুন তো।

রূপম ইউসুফের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি আসলে বিস্কুট কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। এখানে কয়েক দিন বসছেন, কিন্তু ওর আসল কাজ ফ্যাক্টরিতে।

ইউসুফ বললেন, আমি টেকনিক্যাল লোক। আমার কি বসে থাকার কাজ পোষায়?

রূপম বলল, নীলু, তুই একবার ওই ম্যানেজারের চেয়ারটায় বোস তো। আমার হাত ধরে সে বসিয়ে দিয়ে বলল, বাহ, কী চমৎকার মানিয়েছে তোকে। এরপর যখন টাইফাই পরবি... মাঝে-মধ্যে উঠে কথা বলবি কাস্টমারদের সঙ্গে, পিআর জব যাকে বলে... বাংলাতেই কথা বলবি, বাংলাতেই

ইউসুফ বললেন, কাজটা মোটেই শক্ত নয়, আপনার ভালো লাগবে।

রূপম বলল, দাঁড়া, তোর একটা ছবি তুলি, মামাকে দেখাব।

ক্যামেরা বার করতে করতে সে আবার বলল, তোকে টাকা-পয়সার হিসাবও রাখতে হবে না। ক্যাশমেমো কাটবে আর একজন।

আমি অভিভূত। রূপম মাঝে মাঝে গুল মারে বটে, কিন্তু এটা তো সত্যিই মনে হচ্ছে। সে যেন একটা সোনার থালায় করে আমাকে উপহার দিচ্ছে সৌভাগ্য। এরকম চাকরি তো স্বর্গে তৈরি হয়। কোনো খাটুনি নেই, টাকা-পয়সাও গুনতে হবে না, নিজের কফি-টফি খাওয়ার পয়সাও লাগবে না। শুধু সেজেগুজে বসে থাকার জন্য মাসে মাসে মাইনে

বড়জোর মিনিটখানেক, তারপরেই আমার ঘোর কেটে গেল। আমাকে এই চাকরির টোপ দেখিয়ে বন্দী করতে চাইছে রূপম। দিনের পর দিন,

BanglaBook.org

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ আমাকে স্যুট-টাই পরে বসে থাকতে হবে এখানে, কাস্টমারদের সঙ্গে দেঁতো হাসি হাসতে হবে, ছেলে-মেয়েরা প্রেম করবে, আমাকে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যদিকে...

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমি বললুম, এখানে তো সিগারেট খাওয়া যায় না, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

রূপমও এলো আমার সঙ্গে। তার পকেট থেকেই সিগারেটের প্যাকেট বার করে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

প্রথম টানটা দেবার পর আমি একটু বাঁকা সুরে বললাম, আমার চাকরি খোঁজার জন্য তোর বুঝি রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না রূপম?

রূপম খুবই অবাক হয়ে বলল, সেকি, তোর পছন্দ হয়নি এ কাজ? এখনো তো মাইনের কথাটা।

আমি বললুম, কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

রূপমের মুখটা যেন লম্বা হয়ে গেল। চুপ করে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, তোর মা যদি শোনেন।

দুঃখ পাবেন, জানি।

তোর দাদা শুনলে

রাগারাগি করবে কিছুক্ষণ তাও জানি। একমাত্র আমার বউদি বলবে, বেশ করেছে, নীলুকে ওই চাকরি মোটেই মানায় না। সবাই কি আর সবকিছু পারে?

তোর বউদির মতন মহিলা

আমি রূপমের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বউদি সম্পর্কে একটুও খারাপ কথা বললে ওর নাকে ঝাড়বো একটা ঘুষি!

রূপম বলল, দেবী, দেবী! পৃথিবীতে আর কারুর বউদি এর চেয়ে ভালো হতে পারে না। তুই কি লাকি রে নীলু! সত্যি তোর কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না?

চাকরি না করলে বুঝি মানুষ কাজ করতে পারে না? আমি তোকে কতবার বলছি, বইপড়া, গান শোনা, অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, এগুলোও তো কাজ!

BanglaBook.org

রূপম বলল, হ্যাঁ, যদি টাকা-পয়সার চিন্তা না থাকে। আমি বললুম, আমার নিজের খরচের জন্য কক্ষনো কিছু চিন্তা করতে হয় না। আমার দাদা-বউদি আমাকে সংসারের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। ব্যস! এ জন্য বড় লোক হওয়ার দরকার নেই!

তুই পারিস বটে। চালিয়ে যা। দেখি কতদিন।

রূপম, তোর হয়তো এই দোকানে এখনো কিছু কাজটাজ আছে। আমি তাহলে চলি।

ঠিক আছে। কাল ফোন করব। আর ও হ্যাঁ, শোন, রিনির সঙ্গে যে ছেলেটিকে তখন দেখলাম, তার নামটা কী যেন বললি?

আমি বললাম, সঞ্জয় সিং। বাঙালি নয়, বোধ হয় পাঞ্জাবি?

রূপম বলল, চেনা চেনা মনে হলো। অবাঙালি। কোথায় যেন আগে দেখেছি। রিনিকে জিজ্ঞেস করিস তো।

এখনো মিহিন বৃষ্টি উড়ছে বাতাসে। এর মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে কী আরাম। খানিকটা পথ অন্যমনস্কভাবে হাঁটার পর হঠাৎ খেয়াল হলো, সামনেই বালিগঞ্জ ফাঁড়ি। আমি এদিকে যাচ্ছি কেন? এক এক সময় বিনা উদ্দেশ্যেও তো হাঁটা যায়। আরও সোজা গেলে, চার নম্বর পুল পেরিয়ে একটা জায়গার নাম পিকনিক গার্ডেন। ওইদিকটায় আমি যাইনি কখনো। ওইদিককার মানুষ কি রোজই পিকনিক করে? কিংবা ওখানে শুধুই বাগান, মানুষ থাকে না? আজই একবার ঘুরে দেখে এলে হয়।

দুই.

ঝর্ণা মাসিদের ফ্ল্যাটের প্রধান আকর্ষণ, দশতলার বারান্দা থেকে বালিগঞ্জ লেকের অনেকখানি দেখা যায়। ঠিক যেন একখানা বাঁধানো ছবি।

না সেটা মোটেই প্রধান আকর্ষণ নয়।

কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখেই মানুষ রোজ রোজ মুগ্ধ হয় না। পুরনো হয়ে যায়। এমনও হয় না এখন, কোনো কোনো দিন ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে গল্প করি, লেকের দিকে চেয়েও দেখি না।

BanglaBook.org

মানুষের প্রধান আকর্ষণ মানুষ। প্রকৃতি নয়।

অর্থাৎ ঝর্ণা মাসির বাড়ির প্রধান আকর্ষণ ঝর্ণা মাসি নিজে। কিংবা তার হাতের মাশরুম আর চিজ মেশানো ডাবল ডিমের ওমলেট। অবশ্য এই ওমলেটটি অতীব সুস্বাদু যদিও কিন্তু ঝর্ণা মাসি নিজের হাতে তো রোজ রোজ বানাচ্ছেন না। ওদের বাড়ির কাজের লোক নান্টুকে ঝর্ণা মাসি শিখিয়ে দিয়েছেন, সে নিজেই এখন খুব ভালো পারে, বেশি নরম নয়, আবার ওপরটা একটুও পুড়বে না।

আসল কথা, এ বাড়িতে একটা আড্ডার আলাদা ঘর আছে। আজকাল খুব কায়দার বাড়িতে এরকম কিছু কিছু তৈরি হচ্ছে, যাকে বলে ডুপ্লেক্স। একই ফ্লোরের মধ্যে দোতলা। অর্থাৎ প্রথম দরজা দিয়ে ঢোকার পর তিনখানা শয়নকক্ষ। কী, শয়নকক্ষ? এখন কেউ বলে নাকি? এমনকি শোবার ঘরও কেউ বলে না, ফ্রি বেডরুম ফ্ল্যাট। তারই খাবার জায়গার এক পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে, সেখানেও একটা সিঙ্গল রুম।

সেই ঘরখানা এমনই আলাদা যে শুয়ে-বসে চেঁচামেচি, তর্কাতর্কি, ঝগড়া, সিগারেট, মাঝখানে কয়েক মাস গাঁজা, মাঝে-মধ্যে বিয়ার-টিয়ার, এসব যাই-ই বলুক, নিচে কিছুই টের পাওয়া যায় না।

ঝর্ণা মাসির ছেলে শুভ্রব্রত (ডাকনাম হিসেবে কেউ বলে শুধু শুভ, কেউ বলে সুবু) একেবারে আমার বয়সী। দেড় মাসের ছোট-বড়, আমিই বড়। বাচ্চা বয়স থেকে দু'জনে একসঙ্গে খেলাধূলা করেছি, সুতরাং ভাই নয়, আমরা দুই বন্ধুই। মামা-মাসিদের বাড়িতে সুবু আর নীলুকে সবসময় একসঙ্গে দেখা যেত। আমাদের দু'জনের মধ্যে একটাই তফাৎ, স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সুবু পড়াশোনায় খুব ভালো, আর আমি ঠিক গাড্ডু পাওয়ার মতন না হলেও মোটামুটি পাস করে যাই। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ওসব সাবজেক্টে আটানব্বই পারসেন্টের বেশি নম্বর পেয়ে সেকেন্ড হয়েছিল। তাই নিয়ে মা-মাসিদের কত গর্ব। ঝর্ণা মাসিদের বাড়িতে পার্টি হলো। সেখানে আমার মায়ের মুখখানা একটু ম্লান ম্লান দেখে ঝর্ণা মাসি সবাইকে বলেছিলেন, নীলু যে রবীন্দ্রনাথের এবার ফিরাও মোরে অতবড় কবিতাটি পুরো মুখস্থ বলতে পারে, সেটা ফার্স্ট সেকেন্ডের চেয়ে কম কিসে! নীলু একবার বুঝিয়ে দে না সবাইকে!

BanglaBook.org

উপরের এই ঘরটা সুবুর নিজস্ব, এখানেই আমাদের আড্ডা। বেশ বড় ঘর, এক কোণে সুবুর কম্পিউটার আর মিউজিক সিস্টেম, একটা বিছানা, বাথরুম আছে। রাস্তার দিকে একটা চওড়া ঢাকা বারান্দা।

সব আড্ডারই একটা ভেতরের ছোট্ট গ্রুপ থাকে, সেটাই আসল। আমাদের এই আড্ডায় সুবু আর আমাকে বাদ দিলে রূপম তো থাকবেই, আর সুমন্ত্র। অন্য বন্ধুদের আমরা বিশেষ ডাকতাম না। কেউ এসে পড়লেও নানান ছুঁতো দেখিয়ে একটু পরেই আড্ডা ভেঙে দিতুম।

ঝর্ণা মাসির দুই মেয়ের মধ্যে তিন্নিদির বিয়ে হয়ে গেছে বছরপাঁচেক আগে। ওরা থাকে ডিব্রুগড়। আর রিনি, যার ভালো নাম অনন্যা, সে সিএ আর এমবিএ পড়ে যাচ্ছে একসঙ্গে, কিংবা একটার পর একটা, আমি ঠিক জানি না, বিয়েটিয়ে করার নাম নেই, প্রেম করে যাচ্ছে একটার পর একটা।

আমাদের এই উপরের ঘরটার আড্ডা সাধারণত নারী ভূমিকাবর্জিত। কিন্তু রিনি এসে পড়েছে মাঝে-মধ্যে। তাকে বারণ করেও তো লাভ নেই, সে অপ্রতিরোধ্য। সে অনেক কথায় যোগ দিয়েছে, সিগারেট টেনেছে, গাঁজাও বাদ দেয়নি। সুবু কোনোদিন নিষেধ করেনি তার বোনকে। ওদের ভাই বোনের মধ্যে খুব ভাব।

রিনিকে বেশ সুন্দরীই বলতে হবে, কিন্তু বাড়িতে তো আর সব সময় সাজগোজ করে থাকে না। আমাদের আড্ডায় ও মাঝেমধ্যেই বিনা সাজে যে কোনো পোশাকে চলে আসত। মেয়েদের সৌন্দর্যের পরীক্ষাটা এখানেই। কোনোরকম মেকআপ-টেকআপ না নিয়ে ঘরোয়া পোশাকেও যার রূপ খুলে যায়, সেই-ই আসল সুন্দরী। এসবই আমার বই পড়া বিদ্যে। বুদ্ধদেব বসুর একটা উপন্যাসে পড়েছি। কারণ রিনিকে কখন কী রকম দেখায়, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। কারণ আমি তো আর ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাচ্ছি না।

বন্ধুদের মধ্যে রূপমই সবচেয়ে তুখোড়, আর রিনিরও কথাবার্তা খুব ধারালো, তাই দুজনের মাঝেমধ্যে খুব টক্কর লেগে যেত। রিনির বয়ফ্রেন্ড তখন একটি মহারাষ্ট্রিয়ান ছেলে। গোয়িং স্টেডি যাকে বলে। একদিন রূপম মুম্বাই শহর সম্পর্কে কী একটা খারাপ কথা বলায় যিনি তাকে মারতে উঠেছিল প্রায়।

BanglaBook.org

বন্ধুদের মধ্যে সুমন্ত্রই একটু চুপচাপ ধরনের। সে অর্থনীতির ছাত্র ছিল, এমএ পাস করার পর তেইশ বছর বয়সেই একটা কলেজে পড়াচ্ছে, সঙ্গে পিএইচডি চালিয়ে যাচ্ছে। বিলেত আমেরিকা তাকে হাতছানি দিচ্ছে, বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না বোধহয়।

গত বছর মে মাসে সুমন্ত্রর জীবনে একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটতে লাগল।

ওর মোবাইল ফোনে একটা এসএমএস এলো, তোমার মাথার কাছের জানালাটা রাত্রিতে বন্ধ করে রাখবে, নইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

এসএমএস ব্যাপারটা খুব প্রাইভেট, কেউ নিজেরটা অন্য কারুকে দেখায় না। কিন্তু সুমন্ত্র একটুতেই ঘাবড়ে যায়, সে এর মধ্যে কোনো রহস্যের সন্ধান পেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কী ব্যাপার বল তো নীলু? আমি যে ঘরে শুই সেখানে তো মাথার কাছে কোনো জানালাই নেই। তাহলে এর মানে কী?

বলাই বাহুল্য, যে পাঠিয়েছে, তার কোনো নাম নেই। নম্বর নেই। কল করলেও ধরা যায় না।

এর পরের দিন এলো : দাড়ি কামানোর সময় অন্যমনস্ক থাকা উচিত নয়। তৃতীয় দিন : প্রত্যেক দিন গেঞ্জি পাল্টাবে। চতুর্থ দিন : আজ আমি সারা রাত ঘুমোব না, তুমিও ঘুমিও না।

এই রকম চলতে লাগল দিনের পর দিন। কেউ ইচ্ছে করে তাকে জ্বালাতন করছে, কিন্তু কেন? কারুর সঙ্গে তার ঝগড়াঝাঁটি নেই, তার কোনো শত্রু নেই। যদিও রূপমের ধারণা, পড়াশোনার জগতে সুমন্ত্রর নিশ্চয়ই কয়েকজন রাইভাল আছে। তাদেরই কেউ এইভাবে তার মানসিক শান্তি নষ্ট করে দিতে চায়। এটা একটা পুরনো কায়দা। সুমন্ত্র ওর পিএইচডি থিসিসে মন দিতে পারবে না, শুধু এসবই ভাববে।

আমি বলেছিলাম, মোবাইল ফোনটা বন্ধ রাখলেই তো হয়।

তা শুনে রূপম হেসেছিল। আমি সত্যিই অজ্ঞ। জানি না যে, এ এক এমনই যন্ত্র, যা অফ করে রাখলেও মেসেজ আসে। ঘড়িটা ঠিকঠাক চলে। আরও কত কী!

BanglaBook.org

তারপর একটা মেসেজ এলো : আমি আর তোমাকে জ্বালাতন করব না। পনেরো দিন নিজেকে পরীক্ষা করে দেখব। আমরা কি সত্যিই নিজেদের চিনি?

এরপর বন্ধ হয়ে গেল। কে ওসব পাঠাচ্ছিল, বোঝাই গেল না। সুমন্ত্র থাকে ওর দাদা-বৌদির সংসারে। অনেকটা আমারই মতন, অবশ্য আমার মা আছেন, ওর নেই।

একদিন কলেজ থেকে ফেরার পর সুমন্ত্র দেখল, তাদের বসার ঘরে বউদির সঙ্গে গল্প করছে এক নারী, পেছন থেকেও চেনা যায়, রিনি। সে আগে কখনো এ বাড়িতে আসেনি।

এটা যেন তার নিজেরই বাড়ি, এইভাবে সে সুমন্ত্রকে বলল, বসো। চা খাবে তো? তুমি কি কলেজ থেকে ফিরেই একবার চান করে নাও?

চেয়ার টেনে বসে পড়ে সুমন্ত্র বলল, কী ব্যাপার রিনি? তুমি কি এ পাড়াতেই কোথাও এসেছিলে নাকি?

রিনি বলল না। তোমাদের বাড়িতেই এসেছি। আমি বউদিকে বলে রেখেছি, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, সেটা আমি আলাদাভাবে তোমার ঘরে গিয়ে বলব–

বউদি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও না। অবশ্য সারা ঘরে ও বইটই ছড়িয়ে রাখে, চেয়ারগুলোতেও জায়গা থাকে না। সেসব সরিয়ে বসতে হবে!

সেই ঘরে রিনির সঙ্গে সুমন্ত্রর (আমরা ডাকি সমু) ঠিক কী কথা হয়েছিল তা আমরা জানি না। সুমন্ত্র তা আমাদের কিছুতেই বলতে চায়নি, বন্ধুদেরও নাকি তা বলা যায় না।

মোটামুটি বোঝা গেল, এই নারী স্বাধীনতার যুগে, ছেলেরাই যে সব সময় আগে প্রেম নিবেদন করবে, তার কোনো মানে নেই। মেয়েরাও ইচ্ছে করলেই প্রেম জানাতে পারে। এমনকি মেয়েরাও বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। পারবে না কেন?

ওই এসএমএসগুলো সমুকে পাঠিয়েছিল রিনি। কেন পাঠিয়েছিল তা সে নিজেও ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবে না। মে মাসের তিন তারিখে হঠাৎ সমুর মুখটা তার মনে পড়ল, সারা দিন বারবার ফিরে ফিরে এলো।

BanglaBook.org

তারপর থেকে প্রত্যেক দিন। মহারাষ্ট্রীয় যুবকটির সঙ্গে এর মধ্যে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এখন তার মনজুড়ে রইল সমু।

দাদার বন্ধু হিসেবে সমুর সঙ্গে তার একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক তো ছিলই, কিন্তু এ সম্পর্ক অন্যরকম। মুখটা মনে পড়া মাত্রই একটু ব্যথা ব্যথা ভাব। এর নামই বুঝি প্রেম?

রিনি নিজেকে পরীক্ষা করেছে কিছুদিন, সমুকে ভুলে থাকার জন্য নানারকম চেষ্টা করছে, এমনকি একদিন ডিস্কো নাচের আসরে গিয়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গেও নেচেছে। তারপর একদিন তার মনে হয়েছে, সমুর প্রতি তার টানটা খাঁটি। সেইদিন সে সমুদের বাড়িতে গিয়ে তাকে সরাসরি জানিয়েছে, আমি তোমায় ভালোবাসি। এবার তুমি কী করবে ভেবে দ্যাখো।

বাঃ, আমরা সবাই খুশি। মারাঠি ছেলেটিকে বিয়ে করলে রিনি হয়তো মুম্বাই চলে যেত, তারপর কী হতো কে জানে। সমু অতি ভালো ছেলে। ঝর্ণা মাসিও তাকে পছন্দ করেন।

প্রেমের সময় তো বন্ধুরা পাশে থাকলে চলে না। এরপর সমু আর রিনি কোথায় কোথায় যে ঘুরতে লাগল, আমরা তার পাত্তাই পেলাম না।

এর মধ্যে শুভ্রব্রতকে বিশেষ কাজে যেতে হলো গুরগাঁও, সেখানে মাস ছয়েক থাকতে হবে। ব্যস, ঝর্ণা মাসির বাড়ির আড্ডাটা ভেঙে গেল। যদিও ঝর্ণা মাসি বারবার বলেছেন তোরা আসবি, কেন আসবি না, সুবুর ঘরটা তো খালিই থাকবে। কিন্তু ওরকম ঠিক হয় না।

রূপমেরও এক প্রেমিকা আছে, কিন্তু সে থাকে লন্ডনে। রূপম বিদেশে যেতে চায় না, প্লেনে উঠলেই ওর দমবন্ধ ভাব হয়। অনিন্দিতা নামের সেই মেয়েটিই নাকি ফিরে আসবে। কোনো বর্ষায়, না বসন্তে তা জানি না।

বন্ধুদের মধ্যে বাকি রইলাম আমি। এই নারী স্বাধীনতার যুগে কোনো মেয়েই নিজে থেকে আমাকে প্রেম-ট্রেম এসব জানাবে না। পাত্তাই দেবে না। আমি তো মনে মনে বেশ কয়েকটি মেয়েকে পছন্দ করে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। তাদের একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়েছিলাম, সে আমাকে কোয়ান্টাম থিওরি নিয়ে একটা লেকচার শুনিয়ে দিয়েছিল।

BanglaBook.org

আমার চাকরি নেই, প্রেমিকা নেই, তাই বন্ধুরা আমাকে একটু আলগা চোখে দেখে। কিন্তু আমার কি কিছুই নেই। আমার আছে দিকশূন্যপুর। ওরা যখন বেশি বাড়াবাড়ি করে, তখন আমি কিছুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাই।

আজ সকালে রূপম ফোন করে আমাকে এক ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করতে বলেছিল। আমার দাদা অফিসে বেরোয় সাড়ে নটা-পৌনে দশটার সময়, তার আগে আমার কোনো ফোন এলে দাদা চটে যায়। কারণ তখন দাদার অনেক জরুরি কল আসার কথা। (বেশির ভাগ দিনই আসে না অবশ্য।) এই সময় খাবার টেবিলে বসে আমরা চা-টোস্ট খাই। পারিবারিক প্রসঙ্গ আলোচনা হয়। কমোডে ঠিকমতন জল যাচ্ছে না, তার জন্য মিস্তিরি ডাকার ভার পড়ে আমার ওপর। বউদি সঙ্গে সঙ্গে বলল, মিস্তিরিকে আমি আগেই খবর দিয়েছি, সে আসবে এগারোটার সময়।

এই সময় ফোন। দাদা আগ বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, হ্যাঁ, ধরো। আমাকে ফোনটা দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি শেষ কর।

রূপম বলল, অজয় সিং না রণজয় সিং, সে কি পাঞ্জাবি? এর মধ্যে দুবার দেখা হয়েছিল। তুই একটু খোঁজ নিয়ে দ্যাখ তো। আমি ফোন অফ করে দিলাম।

রূপমের কথার ধরনই এইরকম, কিছুতেই আসল কথাটা আগে বলবে না। প্রথমে ধানাই-ফানাই করবে। সে পাঞ্জাবি না মারোয়াড়ি, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন? তা ছাড়া ওই নামও শুনিনি কখনো।

অবশ্য এর থেকে একটা সহজ সূত্রও বেরিয়ে আসে। রূপম নাম ভুল করেছে, তবে সঞ্জয় সিং নামে এক যুবককে আমরা কয়েক দিন আগেই দেখেছি রিনির সঙ্গে। সেই ছেলেটিকেই এর মধ্যে আরও দুবার দেখেছে রূপম? রিনির সঙ্গে?

সেদিন কফির দোকানে রিনির সঙ্গে ওই ছেলেটির অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপার দেখে আমারও একটু খটকা লেগেছিল। লাগা উচিত নয়। সমু ছাড়া রিনির আরও বন্ধু থাকতেই পারে। পড়াশোনার ব্যাপারে ওকে

BanglaBook.org

মাঝেমধ্যে বাইরেও যেতে হয়। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেও যায়। আজকাল এসব কোনো ব্যাপারই নয়, বাবা-মায়েরাও এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সমু কী একটা ব্যাপারে গেছে ব্যাঙ্গালোর। দুই সপ্তাহ বাদেই ফিরবে। রূপম কি ভেবেছে, রিনি এই ফাঁকে আর কারুর সঙ্গে একটু প্রেম করে নেবে? ধ্যাৎ! রিনি সেরকম মেয়েই নয়। কিংবা.... কিংবা যদি অন্য কারুর সঙ্গে একটু-আধটু প্রেম প্রেম খেলা খেলেই নেয়, তাতেই বা ক্ষতি কী? তোমার আমার তা নিয়ে মাথাব্যথা কেন ভাই? সমুকে যতই ভালো মানুষটি দেখতে হোক না কেন, সেও যে ব্যাঙ্গালোরে কোনো সুন্দরীর সঙ্গে একটু-আধটু ফ্লার্ট করছে না, তাই-ই বা কে বলতে পারে?

দুপুরের দিকে রোদটা পড়ে গিয়ে বেশ একটা ছায়া ছায়া ভাব হলো। আজকের কাগজে লিখেছে, সন্ধের দিকে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। এখন কাগজের কথা বেশ মিলে যায়।

এমন দুপুরটা ঘুমিয়ে নষ্ট না করাই ভালো।

সবেমাত্র জামাটা গায়ে দিয়েছি, মা বললেন, নীলু বেরুচ্ছিস? আমার একটা কাজ করে দিবি?

কী বলো?

আম দিয়ে কাসুন্দি বানিয়েছি। ঝর্ণা খুব ভালোবাসে। দুটো শিশি ওর বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবি?

তা দিতে পারি। কিন্তু আমাকে বাসভাড়া দিতে হবে। মা হেসে বললেন, আমার এই ছেলেটাকে নিয়ে আমি কী করি! সাতাশ বছর বয়স হলো, এখনো ছোট বাচ্চার মতন মায়ের কাছে পয়সা চায়। আমি কোথায় পয়সা পাব রে? তাহলে তোর বউদিকে বল!

মা সব সময় সাদা শাড়ি পরেন। আজ তার শাড়িটা একেবারে ধপধপে সাদা। এরকম সাদা শাড়িতে মায়ের রঙটা আরও ফর্সা দেখায়। একটু আগে স্নান করেছেন বলে আয়ত চক্ষু দুটি ছলছলে আর স্নিগ্ধ। এইরকম সময়ে আমার মনে হয়, আমার মায়ের চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আর কোনো মা নেই।

আমি মায়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বললুম, বউদিকে ডাকতে হবে

BanglaBook.org

কেন? তোমার যে লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে কয়েকখানা সিঁদুর মাখানো নোট রয়েছে দেখেছি।

মা বললেন, তাও তুই দেখে ফেলেছিস? কোনো দিন তো ঠাকুরকে প্রণাম করিস না, তবু ওদিকে ঘোরাঘুরি করা চাই।

মা টাকা আনতে গেলেন, আমি একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ খুঁজতে লাগলাম, যার মধ্যে কাসুন্দির শিশি দুটো ভরা যায়।

মা দারুণ অবাক মুখ নিয়ে ফিরে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বললেন কী ব্যাপার নীলু, আমার লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে অনেকগুলো নতুন পঞ্চাশ টাকার নোট এলো কী করে? আমি বললুম, নিশ্চয়ই লক্ষ্মীঠাকুর দিয়েছেন, এত পুজোটুজো কর, অথচ বিশ্বাস করতে পার না?

মা আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বললেন, নিশ্চয়ই তুই রেখেছিস। কোথায় পেলি?

চুরি করিনি, তা নিশ্চয়ই জান।

কেউ দিয়েছে? ও, বুঝেছি, লেখার জন্য পেয়েছিস, তাই না?

অনেকে তো কিছুই দেয় না। একটা পত্রিকা থেকে হঠাৎ চারশ টাকা দিল। আমি আর টাকা কোথায় রাখব, তোমার লক্ষ্মীর ঝাঁপিই আমার ব্যাঙ্ক। তাহলে এক কাজ করিস। আমার জন্য এক কৌটা জর্দাও কিনে আনিস। এখন থেকে আমার পান আর জর্দার খরচ ছোট ছেলে দেবে।

তোমার পান-জর্দা বাবদ মাসে কত বাজেট? আমার কিন্তু প্রত্যেক মাসে রোজগার নেই। কোনো কোনো মাসে একেবারে ফক্কা!

মা কপালে দুই হাত দিয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন চোখ বুঝে প্রণাম জানিয়ে বললেন, এইবার থেকে হবে, আস্তে আস্তে সব ভালো হবে।

মা চোখ মেলার আগেই আমি রাস্তায়।

দুপুরে এইরকম সময় ঝর্ণা মাসিদের বাড়িতে প্রায় কেউই থাকে না। ঝর্ণা মাসি কী একটা মহিলা ক্লাবের মেম্বার, প্রায়ই দুপুরে তার নানা জায়গায় মিটিং থাকে। আর রিনির বয়সী মেয়ে দুপুরে বাড়িতে থাকতে যাবে কোন দুঃখে। তার ক্লাস আছে। কত আড্ডা আছে।

শিশি দুটো কাজের লোকের কাছে রেখে এলেই হবে।

BanglaBook.org

আমার ধারণা, কাসুন্দি আর মাস্টার্ড নামে যেগুলো বিক্রি হয় তা তো একই। কাসুন্দি তরল আর মাস্টার্ড চ্যাটচেটে, আসলে তো দুটোই সর্ষে বাটার ব্যাপার। আমার মা তার বড়লোক বোনকে প্রায়ই নিজের হাতে তৈরি করা এটা সেটা পাঠান, সেগুলো কি এদের ভালো লাগে, না রান্নাঘরের এক কোণে ফেলে রাখে?

দরজা খুললেন ঝর্ণা মাসি স্বয়ং। বসবার ঘরে সোফায় বসে আছে রিনি আর সেই সঞ্জয় সিং নামের যুবকটি, যাকে দেখেছি কয়েকদিন আগে কফির দোকানে।

ঝর্ণা মাসি বললেন, নীলু, আয়, আয়। তোর হাতে ওটা কী?

আমি ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললুম, মা পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঝর্ণা মাসি প্রচণ্ড উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, পাঠিয়েছে শেষ পর্যন্ত? উঃ, দিদিকে এক মাস ধরে তাড়া দিচ্ছি, কাসুন্দি ছাড়া কি শাক খাওয়া যায়? আমি কলমি শাক খেতে এত ভালোবাসি–

রিনি বলল, মা, তুমি বড় মাসির পাঠানো কাসুন্দির শিশিগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখ বল তো? মাঝেমধ্যে আমারও তো একটু খেতে ইচ্ছে করে। বাজার থেকে কেনা কাসুন্দির তেমন স্বাদ নেই।

ঝর্ণা মাসি বললেন, দিদির হাতে তৈরি, তার স্বাদই আলাদা। সবাই পারে না জানিস তো? শুদ্ধ বস্ত্র পরে তৈরি করতে হয়, একসঙ্গে বেশি হয়ও না।

আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। হঠাৎ কাসুন্দি নামে বস্তুটি নিয়ে এত আলোচনা? ঝর্ণা মাসি, রিনিরা সমাজের উচ্চ স্তরে ঘোরাফেরা করে, ক্লাবে ট্লাবে যায়, তাদেরও যে কাসুন্দি বিষয়ে এমন উৎসাহ থাকবে, আমি ভাবতেই পারিনি।

সঞ্জয় সিং নামে ছেলেটি এবার জিজ্ঞেস করল, হোয়াট ইজ কাসুন্দি? আগে তো কখনো শুনিনি।

ঝর্ণা মাসি বললেন, কোলম্যানস মাস্টার্ড আছে না? তারই খানিকটা লিকুইড ফর্ম।

BanglaBook.org

রিনি প্রতিবাদ করে বলল, মাস্টার্ড গোলা আর কাসুন্দি এক নয়। কাসুন্দির স্বাদ অন্যরকম।

আমি দাঁড়িয়েই আছি, সঞ্জয় সিং আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বসুন?

তিনটি সোফায় বসে আছে ওরা তিনজন, চতুর্থটিতে গ্যাঁট হয়ে বসে সবকিছু শুনছে ওদের পোষা বেড়াল গোল্ডি। আমি বেড়ালের পাশে বসি না।

বেড়ালটার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই সে একবার ম্যাও করল। অর্থাৎ সে আমাকে জায়গা ছেড়ে দেবার যোগ্যই মনে করে না।

রিনি চট করে নিজের সোফাটা ছেড়ে অন্যটায় এসে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, বসো নীলুদা।

সঞ্জয় সিং আমাকে নমস্কার করে বলল, সেদিন আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়নি। একটা কনসার্টে যাওয়ার তাড়া ছিল–

ঝর্ণা মাসি জিজ্ঞেস করলেন, সঞ্জয়, তোমাদের ভাগলপুরে তো এককালে অনেক বাঙালি ছিল, তাই না? এখন আর নেই?

সঞ্জয় খুব বিনীত গলায় বলল, আন্টি, আমি তো ভাগলপুরে বেশি দিন থাকিনি,আমার স্কুলিং কলকাতায় আর দার্জিলিং নর্থ পয়েন্টে, লেকিন হ্যাঁ, ছোটবেলায় অনেক বেঙ্গলি দেখেছি, আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন একজন বাঙালি ডক্টর।

ঝর্ণা মাসি বললেন, আমাদের একজন বিখ্যাত লেখক থাকতেন ভাগলপুরে, বনফুল, কী তার আসল নাম ভুলে গেছি, তিনিও ডাক্তার ছিলেন, তাই নারে নীলু?

আমি বললুম, সে প্রায় আমাদের জন্মের আগে। মাসি, বনফুলের চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত আর একজন সাহিত্যিক থাকতেন ভাগলপুরে, শোনোনি? ঝর্ণা মাসি বললেন, তাই নাকি? কে বল তো?

শরৎচন্দ্র!

ও হ্যাঁ, ঠিকই তো। পড়েছি, পড়েছি। ভাগলপুরে শরৎ-চন্দ্রের মামাবাড়ি ছিল। ওর মামারাও লেখক ছিলেন বোধহয়।

BanglaBook.org

সঞ্জয় বলল, ও ইয়েস, অফ কোর্স, শরৎচন্দ্র আমাদের ভাগলপুরের গর্ব। বিহারে সবাই ওকে খুব রেসপেক্ট করে।

এই সময় নান্টু ট্রেতে করে নিয়ে এলো চা আর ফিস ফ্রাই। এ বাড়িতে কক্ষনো শুধু চা দেওয়া হয় না, সব সময় কিছু না কিছু থাকবেই। ঝর্ণা মাসি সঞ্জয়ের দিকে আগে একটা প্লেট এগিয়ে দিতেই থমকে গিয়ে বললেন, এই যে, তুমি বোধহয় ভেজিটেরিয়ান, তাই না?

রিনি বেশ জোরে হেসে উঠল।

ঝর্ণা মাসি জিজ্ঞেস করলেন, তুই হাসলি কেন রে? এতে হাসির কী আছে?

রিনি বলল, ও মাছ-মাংসের যম। ভেজিটেবল খেতেই চায় না। ঝর্ণা মাসি বললেন, পাঞ্জাবি সিং আর বিহারি সিং কি এক? তোমরা তো দাড়ি রাখো না।

রিনি বলল, মা, সারা ভারতে অনেক সিং পদবির লোক আছে। ঝাড়খণ্ডে, বিহারে, উত্তর প্রদেশে, আর পাঞ্জাবে তো আছেই। আমাদের আগে একজন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন। ভিপি সিং, তিনি পাঞ্জাবিও নন, বিহারিও নন।

আমি বললাম, আনন্দবাজার পত্রিকার মতে, এসব সিং-এরই আসল পদবি সিংহ, তাই মনমোহন সিংকেও এই পত্রিকায় লেখা হয় মনমোহন সিংহ। সঞ্জয় বলল, এটাই প্রোপারলি রাইট। এক সময় সবাই সিংহ-ই ছিল। শুধু সিং-এর কী মানে হয়? আপনাদের মধ্যেও তো এখনো অনেক সিংহ আছে।

রিনি বলল, কেউ কেউ লিখে সিনহা। এটা বোধহয় অ্যাঙ্গলিশাইজড সিংহ। সঞ্জয় হাসিমুখে বলল, অনেক বাঙালি আবার সিংকে উচ্চারণ করে শিং! মাথার দুই পাশে হাত দিয়ে শিং-এর ভঙ্গি করে সে নিজেই হাসতে লাগল।

ঝর্ণা মাসি একটা কাসুন্দির শিশি খুলে নিজের প্লেটে একটু ঢেলে বললেন, রিনি নিয়ে দ্যাখ, ফিস ফ্রাইয়ের সঙ্গে খুব ভালো লাগে।

আবার কাসুন্দির প্রসঙ্গ?

BanglaBook.org

আমার মনে হলো, এবার আমার ওঠা উচিত। এখানে এলোমেলো কথা হচ্ছে বটে, কিন্তু বোধহয় অন্তর্নিহিত আরও কিছু আছে। সেখানে আমার কোনো স্থান নেই। আমি চা শেষ করে বললুম। আমি এবার যাই। আর এক জায়গায়– কেউ আপত্তি করল না। ঝর্ণা মাসি বললেন, আবার আসিস।

বিড়ালটাও বলল, মিয়াও। দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর কী একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগল। আমি সিঁড়িতে থমকে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ যে এলেবেলে কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে কিছু একটা কথার অন্যরকম তাৎপর্য আছে। কোনটা?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সঞ্জয় ভেজিটেরিয়ান কিনা ঝর্ণা মাসি প্রশ্ন করায় রিনি জোরে হেসে উঠে বলল, ও মাছ-মাংস খাওয়ার যম! এতটা ঘনিষ্ঠতা?

তিন.

নিজের মাসতুতো বোনের মতিগতি সামলানোর দায়িত্ব আমার নয়। আমি কিছু বলতে গেলে সে শুনবে কেন? আমাকে পাত্তাই দেবে না। কিন্তু কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু যদি বিপদে পড়ে, তখন সর্বস্ব পণ করে তার পাশে দাঁড়ানোই তো উচিত।

আমার অবশ্য সর্বস্ব বলতে বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু হাতে আছে অজস্র সময়, যা আজকাল অনেকেরই থাকে না।

দিন সাতেকের মধ্যেই আমার বন্ধু-বান্ধব, আধা-বন্ধু, ততটা বন্ধু নয়, এমন সবার মধ্যেই রটে গেল যে টিভিতে মাঝেমধ্যে অ্যাংকর করে যে রিনি ব্যানার্জি তার সঙ্গে কবি সুমন্ত্র সরকারের কাটাকাটি হয়ে গেছে, রিনির এখন লেটেস্ট বয়ফ্রেন্ড সঞ্জয় সিং, যে গত বছরের গলফ খেলার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন। একটা খবরের কাগজে শনিবারের গুজবের পাতায় এ খবর ছাপাও হয়ে গেল।

রিনি যে ইতোমধ্যে টিভিতে কিছু একটা করে নাম করে ফেলেছে, তা আমার জানা ছিল না। অ্যাংকর মানেই বা কী? আমার টিভি দেখার সময়ই বা কোথায়, প্রায়ই তো ঘুরি বাইরে বাইরে। আর সঞ্জয় ছেলেটি

BanglaBook.org

গলফ চ্যাম্পিয়ন। সে খেলার ছবি দেখেছি বটে, কখনো জ্যান্ত কারুকে খেলতে দেখিনি। শুনেছি সেটা বড়লোকদের খেলা, আর ক্রিকেটের চেয়েও অনেক বেশি টাকার খেলা। গলফ খেলা কেউ টিকিট কেটে দেখতে যায় না, তবু তাতে অত টাকা হয় কী করে? কে জানে? শুধু শুধু এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কী দরকার।

তার মানে আমার বোন রিনি আর সঞ্জয় সিং এরা দুজন কিছুটা সেলিব্রেটি? গুজব শিকারিরা এর মধ্যে সুমন্ত্রর নাম ঢুকিয়ে তাকেও কবি বানিয়ে দিয়েছে। সুমন্ত্র আবার কবি হলো কবে? দু'চারটে কবিতা এদিক-সেদিক ছাপালেই কবি হওয়া যায়? সুমন্ত্র যাদবপুরের ছাত্র, সেই সূত্রে একদিন শঙ্খ ঘোষের কাছে গিয়ে তার দু'চারটে কবিতা দেখিয়েছিল। তিনি অতি ভদ্র ও মৃদু গলায় বলেছিলেন, আরও লিখুন।

অর্থাৎ এখনো কিছু হয়নি। আমরাও সুমন্ত্রকে কবি হিসেবে পাত্তা দিই না। কিন্তু সে আমার প্রাণের বন্ধু। কাকে বলে প্রাণের বন্ধু? যার প্রাণের কথা, না না, মনের কথা সে মুখে কিছু না বললেও বুঝে নেওয়া যায়।

আমি বুঝতে পারলুম, রিনির এই ব্যবহারে সুমন্ত্র খুবই আঘাত পাবে। সে বেচারি এখন রয়েছে ব্যাঙ্গালোরে, এই সপ্তাহের শেষেই ফেরার কথা।

রিনি এর আগেও দু'তিনজনের সঙ্গে প্রেম করেছে, অর্থাৎ চালু মেয়ে। কিন্তু সুমন্ত্র তো সে রকম নয়। মেয়েদের সঙ্গে মিশতেই পারে না। শুভদের বাড়ির আড্ডাতেও সে কখনো রিনির সঙ্গে বেশি কথা বলেনি। আর কবিতা যেমনই লিখুক, সুমন্ত্রর স্বভাবটা কবি-কবি ধরনের, খুবই এলোমেলো, নিজের কিছুই গুছিয়ে রাখতে পারে না।

ওর সঙ্গে রিনির সম্পর্ক হওয়াটাই একটু আশ্চর্যের ব্যাপার। সে সাজগোজ পছন্দ করে, পার্টিতে গিয়ে নাচে, নেশাও করে, তার কেন ভালো লাগবে সুমন্ত্রকে? তখন রিনি বলেছিল, ও নিজেকে অনেক পরীক্ষা করে দেখেছে, সুমন্ত্রর মতন একজন খাঁটি মানুষকেই সে জীবনসঙ্গী করে নিতে চায়। রিনি সত্যি সত্যি চাইলে অবশ্য সুমন্ত্রও ঠিকই ভার নিতে পারত?

BanglaBook.org

দুপুরবেলা মেট্রোতে যেতে যেতে আমি একটা দিবাস্বপ্ন দেখলুম। কয়েক সেকেন্ডের স্বপ্ন, তাতেই আমার জামা ভিজে গেল ঘামে। দেখলুম, একটা খবরের কাগজের প্রথম পাতার নিচের দিকে চৌকো বর্ডার দেওয়া একটা খবর

ব্যাঙ্গালোরে এক হোটেলের ঘরে এক বাঙালি যুবকের আত্মহত্যা। দরজা ভেঙে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সে একজন অর্থনীতিবিদ এবং খেলোয়াড়। বেঙ্গল ক্রিকেটের রঞ্জিত টিমের ক্যাপ্টেন। ডাক্তারদের মতে, সে আর্সেনিক বিষ পান করেছে। ব্যর্থ প্রেমই আত্মহত্যার কারণ বলে পাড়া-প্রতিবেশীদের ধারণা। একটি সুইসাইড সেটেও সে লিখে রেখে গেছে যে, তার মৃত্যুর জন্য যে দায়ী তার নাম সে জানাতে চায় না। যুবকটির নাম সঞ্জয় সিং।

স্বপ্নের মধ্যে পরিষ্কার আমি এই লেখাগুলো পড়লাম। আর স্বপ্নে যা হয়, খানিকটা অযৌক্তিক তো বটেই। সুমন্ত্র আছে ব্যাঙ্গালোরে, কিন্তু সে আবার ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন হলো কবে? আর তার নামের বদলে সঞ্জয় সিংহ, এটা আমার ইচ্ছা পূরণ? সঞ্জয়ের মৃত্যু চাই আমি? ছি ছি, সে কী দোষ করেছে?

নাম উল্টোপাল্টা হয়ে গেলেও সুমন্ত্র কিছু করে বসেনি তো?

জানি, স্বপ্নের কোনো মাথামুণ্ডু থাকে না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবু মনটা কেমন যেন ছমছম করে।

আমি প্রেমে ব্যর্থ হলে কী করতুম? আত্মহত্যা? কস্মিনকালেও না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর একটা প্রেমে পড়ার চেষ্টা কিংবা কিছুদিনের জন্য উধাও হয়ে যেতুম লোকচক্ষু থেকে। আমার তো যাওয়ার জায়গা আছেই।

কিন্তু সুমন্ত্রর মতন ইমোশনাল ছেলে ঝট করে আত্মহত্যা করে ফেলতেও পারে। ও তো অন্য মেয়ের কথা জানে না, রিনিকে নিয়ে মনে মনে অনেকখানি স্বপ্ন গড়ে ফেলেছিল। সেই স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে ও কি তা সামলাতে পারবে? আমার মা আছে, সুমন্ত্রর মা নেই। যাদের মা থাকে না, তাদের পক্ষে আত্মহত্যা করা তেমন কঠিন নয়।

BanglaBook.org

স্বপ্নে হোটেলের কথা দেখলেও সুমন্ত্র ব্যাঙ্গালোরে উঠেছে ওর কাকার বাড়িতে। ওর কাকাও অর্থনীতির অধ্যাপক। সেখানে এক্ষুণি একটা ফোন করা দরকার, আমার মনের শান্তির জন্য। সে ফোন নম্বর আমি জানি না। রূপম নিশ্চয়ই জানবে।

রূপমকে একটা পাবলিক বুথ থেক ওর মোবাইলে ফোন করতেই ও প্রথমে বলল, আমি এখন ব্যস্ত আছি নীলু। বাটা কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছি। আমি একটু পরে তোকে ফোন করব!

আচ্ছা।

সঙ্গে সঙ্গে রূপম আবার বলল, নীলু, শোন, শোন, ম্যানেজারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বাইরে অপেক্ষা করছি, যে কোনো সময় ডাকতে পারে। হ্যাঁ, বল, কী ব্যাপার?

তুই আমাকে একটু বাদে কোথায় ফোন করতিস?

সেটাই তো মনে পড়ে গেল। তোকে কতবার বলেছি, একটা মোবাইল ফোন রাখ! ঠিক আছে, আমি তোকে একটা সস্তার সেট কিনে দেব।

আমাকে সুমন্ত্রর কাকার ব্যাঙ্গালোরের বাড়ির ফোন নম্বরটা এখন দিতে পারবি?

তুই সুমন্ত্রকে ফোন করতে চাস? তোকে পয়সা খরচ করতে হবে না। আমার সঙ্গে আজ সকালেই ওর কথা হয়ে গেছে। ও চিঠি পেয়ে গেছে।

চিঠি মানে?

চিঠি মানে চিঠি। ই-মেইলে। জার্মানির হামবোলড ইউনিভার্সিটি থেকে ও খুব ভালো অফার পেয়েছে। এই সেপ্টেম্বরেই জয়েন করার কথা। কিন্তু ও বলছে, ও যাবে না।

কেন?

আমি ওকে অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আপাতত দুই বছরের জন্য যা। বার্লিনে আমার এক মামা থাকেন, প্রথমে তার কাছে গিয়ে উঠতে পারেন। আমার মামাতো ভাই সফটওয়্যারের ব্যবসা করে।

ও কি এখানকার কথা জানে?

কে, আমার মামাতো ভাই?

BanglaBook.org

না, মিস্টার ব্যস্তবাগিশ! বাটা কোম্পানির ম্যানেজার তোকে এখনো ডাকেনি? আমি জিজ্ঞেস করছি, সুমন্ত্র কি এখানকার খবর জানে?

এখনকার খবর মানে? ও হ্যাঁ, তোকে বলতে ভুলে গেছি। সুমন্ত্র আর একটা চিঠিও পেয়েছে। বেশ বড় চিঠি।

কার?

তোর ওই বোনটার। বিশ্বাস ঘাতিনী রিনি। এই নামে বেশ ভালো যাত্রা হতে পারে।

বাংলা না ইংরেজিতে লিখেছে?

ইডিয়েট, বাংলা ই-মেইল কি এখনো চালু হয়েছে! কেউ কেউ বাংলা কথা ইংরেজি অক্ষরে লেখে বটে, সেগুলো পড়তে বড্ড সময় লাগে।

রিনি কি ক্ষমা চেয়েছে, না সুমন্ত্রর নামেই কিছু দোষ দিয়েছে?

তা আমি জানব কী করে? তোর ইচ্ছে হয় তো পড়ে দ্যাখ।

পড়ে দেখব? কোথায় পাব চিঠিটা?

কম্পিউটারে। আমি তোকে সুমন্ত্রর পাসওয়ার্ডটা জানিয়ে দিচ্ছি

আমার কি কম্পিউটার আছে, না আমি জানি ওসব? আমাকে তুই সুমন্ত্রর ব্যাঙ্গালোরের নম্বরটা দে, আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

তুই এখন ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবি না। ওর মোবাইল সুইচ অফ থাকবে। হ্যাঁ, এতক্ষণে সুমন্ত্র আকাশে। আজই ফিরে আসছে। ইন ফ্যাকট ওর নাকি আজই ফেরার টিকিট কাটা ছিল। ও হ্যাঁ, নীলু, তুই একটা কাজ করতে পারিস। তুই চলে আয় না এয়ারপোর্টে। বেশ সারপ্রাইজ হবে। আমাদের তো প্রায়ই বাধ্য হয়ে প্লেনে ঘোরাঘুরি করতে হয়, এখন একঘেয়ে আর বিশ্রী লাগে। কিন্তু নিজের শহরের এয়ারপোর্টে যদি কেউ রিসিভ করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সত্যিই বেশ আনন্দ হয় রে। তোকে আমি সুমন্ত্রর ফ্লাইট নম্বর বলে দিচ্ছি। অবশ্য, তোকে দেখে হতাশও হতে পারে। সুমন্ত্র যখন ব্যাঙ্গালোর গেল, তখন রিনি ওকে এয়ারপোর্টে সি অফ করতে গিয়েছিল, মনে আছে? এবার রিনির বদলে তোর মুখখানা দেখলে ক'দিন দাড়ি কামাসনি?

BanglaBook.org

বাটা কোম্পানির ম্যানেজার তোকে এখনো ডাকল না রূপম? অপেক্ষা করার জন্য বসার জায়গা দিয়েছে তো? নাকি বেকারদের মতন পায়চারি করছিস?

ফোন ছেড়ে দেবার পর মনে হলো, আইডিয়াটা রূপম খারাপ দেয়নি। এয়ারপোর্ট চলে গেলেই তো হয়। সুমন্ত্রর ফ্লাইট নামতে এখনো এক ঘন্টা বাকি আছে।

কিছু কিছু মানুষ মাঝে মাঝেই এয়ারপোর্টে এসে প্লেনে চেপে আকাশে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায়। আর কিছু কিছু মানুষ এয়ারপোর্টে এসে আকাশের দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে, কখন একটা ছোট্ট কিছু ক্রমশ বড় হয়ে মাটিতে এসে নামবে।

ব্যাঙ্গালোরের ফ্লাইট দেড় ঘন্টা লেট।

এতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমি এসেছি কেন? রূপমের কথা শুনেই রাজি হওয়ার কী মানে হয়? সুমন্ত্র সুস্থই আছে, সে ব্যাঙ্গালোর থেকে ঠিক দিনেই ফিরছে, তাকে রিসিভ করার কী আছে? এটা কি বন্ধুত্বের আদিখ্যেতা নয়?

আমার মন বলল, একজন ব্যর্থ প্রেমিকের মুখের চেহারা কেমন হয়, সে কী রকম ব্যবহার করে, সেটা দেখার কৌতূহলেই তুমি এসেছ। সুতরাং বসে থাক।

বসে রইলুম, বসে রইলুম, বসে রইলুম।

তারপর যখন সময় সম্পর্কে জ্ঞানই চলে গেল, তখন দেখি ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে অনেক মানুষ। সুমন্ত্রকেও দেখা গেল, তার এক হাতে সুটকেসের হাতল, অন্য হাত রুমাল দিয়ে মুখটা চাপা।

এই রে, কলকাতার মাটিতে পা দিয়েই কি কাঁদছে নাকি ছেলেটা?

সুমন্ত্র কাঁদে, ওকে আমি সিনেমা হলেও কাঁদতে দেখেছি।

আমার দিকে চোখ পড়তেই ওর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল, মুখ থেকে রুমালটা সরিয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, নীলু? তুই এখানে কী করছিস?

BanglaBook.org

এই তো এয়ারপোর্টে একটু বেড়াতে এসেছি। ছোটবেলার মতন, প্লেন উঠতে আর নামতে দেখতে আমার ভালো লাগে। তোর বুঝি আজই ফেরার কথা ছিল?

সত্যি সত্যি চোখ ছলছল করছে সুমন্ত্রর। আবার মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বলল, আমি জানি, তুই কেন এসেছিস। নীলু, তুই আমার কাছে আসিস না। আমাকে ছুঁশ না।

কেন?

বুঝতে পারছিস না, আমার সাংঘাতিক সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে। খুব সম্ভব অ্যালার্জি!

তোর সুটকেসটা আমায় দে।

–না, থাক। তুই কি গাড়ি এনেছিস?

–গাড়ি? আমি গাড়ি কোথায় পাব?

–ভেবেছিলাম, রূপম হয়তো ওর গাড়িটা দিয়ে তোকে পাঠাবে। ও বাটা কোম্পানির কী একটা বড় কনট্রাক্ট পাওয়ায় খুব ব্যস্ত।

–অনেক তো হলদে রঙের গাড়ি আছে আমাদের জন্য।

–ঠিক বলছিস। চল, রাস্তায় একটা ডাক্তারখানায় থামতে হবে।

ট্যাক্সিতে ওঠার পর সুমন্ত্র এমনই নাক ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করতে লাগল যে, ওর সঙ্গে কথাই বলা গেল না। আমি ভেবেছিলুম, কান্না, তার বদলে সর্দি! গল্পের নায়কদের কখনো সর্দি হয় না। ব্যর্থ প্রেমিকদেরও হওয়া উচিত নয়।

পথে একটা বড় ওষুধের দোকানের সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে সুমন্ত্র নেমে গেল। একপাতা কিছু একটা ওষুধ কিনে, পাশের দোকান থেকে একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল নিয়ে খেয়ে ফেলল টপাটপ দুটো ট্যাবলেট। ফিরে এসে আমার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুই বাকিটা খেয়ে নে!

আশ্চর্য ব্যাপার, মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই সুমন্ত্রর নাকের ফ্যাঁচফ্যাঁচানি একদম থেমে গেল।

এত তাড়াতাড়ি ওষুধে কাজ হয়? এ কি ম্যাজিক নাকি?

BanglaBook.org

বাইরের দিকে তাকিয়ে সুমন্ত্র পরিষ্কার গলায় বলল, বাঃ, চমৎকার বৃষ্টি পড়ছে। ব্যাঙ্গালোরে কিন্তু অনেক দিন বৃষ্টি নেই, একটু একটু গরমই পড়ে গিয়েছিল। শহরটা খুব সুন্দর। তুই গেছিস?

না, যাওয়া হয়নি।

আমাকে আরও অনেকবার যেতে হবে, তোকে একবার নিয়ে যাব। ওখানে রঞ্জন ঘোষালদের বাড়িতে বেশ একটা আড্ডা হয় উইক এন্ডে সন্ধেবেলা। তোর ভালো লাগবে। তা ছাড়া মাইসোর ঘুরে আসতে পারবি। অবশ্য মাইসোরের যত নাম শোনা যায়, সেরকম দেখার কিছু নেই। আমার ব্যাঙ্গালোরই বেশি পছন্দ।

তুই নাকি জার্মানিতে ....

ওসব কথা এখন বাদ দে। এক্ষুণি আমার বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। এই ব্যাঙ্গালোরেই আমার আর একটা সেমিনারে যোগ দেবার কথা হয়েছিল। তা হলে আরও কিছুদিন থেকে যেতে হতো। তবু কেন ফিরে এলাম বল তো?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে সুমন্ত্র বলল, বাঃ, রিনির বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে যেতে হবে না?

চার.

রাত দশটা-দশে ফোন করল রিনি।

এই সময়টা দাদা আর বউদির ঘরের দরজা ভেজিয়ে কথা কাটাকাটির সময়। আমি একদিন একটু শুনে ফেলেছিলুম। অনেকটা এই ধরনের– তুমি কেন আমার জন্য নীল রঙের শার্ট কিনেছো, জানো তো আমি ক্যাটক্যাটে নীল রং পরি না... তুমি কেন আমার দাদার জন্মদিনে উইশ করনি তুমি কেন এই শনিবার আবার একগাদা লোককে ডাকতে গেলে একগাদা লোক মোটেই না, তিনজন। তোমার বন্ধুরা যখন-তখন আসতে পারে, আর আমার বাড়ির লোক এলেই তোমার... ইত্যাদি।

BanglaBook.org

অফিস থেকে ফিরে টান টান করে দাদা রোজ দু'পেগ হুইস্কি খায়। তখনই তার নানারকম বিবেক বোধ জেগে ওঠে আর বউদিও সেই সুযোগে দাদাকে চেপে ধরে। তবে খানিক বাদে দু'জনই খাবার টেবিলে এসে বসে। মোটকথা, এই সময় বাড়ির টেলিফোন আমি ইচ্ছে মতন ব্যবহার করতে পারি।

রিনি বলল, নীলুদা, তোমাকে একটা অনুরোধ করব? তুমি তো আমার কোনো কথাই রাখ না। এই একটা কথা অন্তত শুনবে? তুমি সব জান নিশ্চয়ই।

আমি বললুম, শুধু আমি না, বিশ্বশুদ্ধ সবাই জানে।

রিনি মৃদু ধমক দিয়ে বলল, তোমাকে আর অত গম্ভীর গলা করতে হবে না। আমি যা করেছি, তোমার বন্ধুর ভালোর জন্যই করেছি। হি ইজ অ্যা গুড পার্সন, নো ডাউট, ভালো বন্ধু হতে পারে, আমি ওকে অ্যাডমায়ার করি। কিন্তু সারা জীবনের সঙ্গী হওয়ার মতন, বিশেষত আমার মতন মেয়ের পক্ষে, ওকে বিপদে পড়তে হতো! জানোই তো আমি কিছুটা এক্সট্রোভার্ট। অনুরোধটা কী শুনি?

হ্যাঁ, আমি বিয়ে করছি। সজ্ঞানেই বিয়ে করছি। এই শনিবার। মা বলেছিল, শনিবার দিন ভালো না, তাই আমি শনিবারটাই বেছে নিয়েছি। আর টিপিকাল বাঙালি বাড়ির মতন ঘটাপেটা করে বিয়েও আমার-দু'চক্ষের বিষ। একগাদা গয়না আর সাজগোজ করে মেয়েরা আসবে। আর হাজারখানেক লোক খেতে বসে যত না খাবে, তার চেয়ে বেশি নষ্ট করবে, বিশ্রী ব্যাপার, পয়সার শ্রাদ্ধ। ওসবের মধ্যে আমি নেই। আমাদের বাড়ির কমিউনিটি সেন্টারে, নো পুরুত, নো মন্ত্র, নো যাগযজ্ঞ, একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আসবে, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ, আধা ঘন্টার ব্যাপার। তারপর চানাচুর-কাটলেট আর চা-কফি। তাও বেশি লোক ডাকা হয়নি, ঠিক ষাট জন।

কাটলেটটা... কিসের কাটলেট রে?

ওঃ, সেটাও তোমার জানা দরকার? সেটা মোটেই ইম্পর্ট্যান্ট না।

কাটলেটটা যদি চিংড়ি কাটলেট হয় অথবা ভেজিটেবল কাটলেট, তাতে অনেক তফাৎ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

আঃ, নীলুদা, তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না।

আমাকে কী করতে হবে, সেটাই তো বলছিস না। যদি শুভদৃষ্টির সময় পিঁড়িতে চাপিয়ে ঘোরাতে হয়, তাহলে সেটা আমি পারব না, আগেই বলে দিচ্ছি। ওজন্য গাঁট্টাগোট্টা লোক লাগে।

আর ইউ ম্যাড? আগেই বলেছি না যে মন্ত্র-টন্ত্র কিছু হবে না, নো রিচুয়ালস।

মন্ত্র পড়া না হলেও শুভদৃষ্টি তো হতেই পারে। ওটা আমার বেশ ভালো লাগে। এখন যেসব ছেলেমেয়ে বিয়ের আগে একসঙ্গে, ইয়ে, মানে, রাত কাটিয়েছে, তারাও শুভদৃষ্টির সময় কী রকম লজ্জা লজ্জা ভাব করে তাকায়।

তুমি আবার ওইসব বাজে বকছ?

আমি এখনো জানি না, আমার দায়িত্বটা কী?

তোমার কোনোই দায়িত্ব নেই। তোমায় কিছুই করতে হবে না। ইনফ্যাক্ট তুমি সেদিন আসবেই না। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে, তুমি আর তোমার বন্ধুদের না আসা! তুমি ওদের আটকাবে।

ঝর্ণা মাসি নিজে বাড়িতে এসে নেমন্তন্ন করে গেছেন। আমার বাকি তিন বন্ধুকে, মানে তোর দাদাকে নিয়ে, সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন, না গেলে উনি পরে আমায় আস্ত রাখবেন?

আহা, তোমার সেদিন খুব পেট খারাপ হতে পারে না বুঝি? একেবারে যমের মতন অন্য বন্ধুদেরও পেট খারাপ হবে? একসঙ্গে?

কোনো বাজে রেস্তোরাঁয় খেয়ে ফুড পয়জনিং? কিংবা, তুমি এক কাজ কর না, তোমার সেই দিকশূন্যপুর না কি একটা জায়গা আছে না? সেখানে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে এসো না ক'দিন।

চুপ! যখন তখন দিকশূন্যপুরের নাম করতে নেই। শোন রিনি, ঝর্ণা মাসি নেমন্তন্ন করেছেন, তারা যদি যেতে চায়, আমি তাদের আটকাবো কী করে? তারা গেলেই বা তোর আপত্তি কিসের। এমনকি সেই বিশেষ বন্ধুটিও।

শোন নীলুদা; তুমি তো জান, তোমার ওই বিশেষ বন্ধুটি কীরকম

BanglaBook.org

সেন্টিমেন্টাল আর নিজের ওপর কোনো কন্ট্রোল নেই। বিয়ের আসরে ও যদি হঠাৎ কেঁদে ওঠে কিংবা অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে আমার পক্ষে কী রকম এমবেরাসিং ব্যাপার হবে!

আমার বন্ধু ওরকম কিছু করতেই পারে না। সে একজন খাঁটি জেন্টলম্যান। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, সে ব্যাপারটা বেশ স্পোর্টিংলি নিয়েছে।

ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি, সে ওরকম কিছু করবে না। ইচ্ছে করে আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইবে না, তা আমি ভালোই জানি। কিন্তু ওখানে গিয়ে বসে থাকবে, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হবে, তখন আমার মনের মধ্যে কীরকম সাইকোলজিক্যাল ডিসটারবেনস চলবে সেটা বুঝতে পারছ না?

সাইকোলজিক্যাল ডিসটারবেনস? ওরে বাবা, স্বয়ং ফ্রয়েড সাহেবই সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারেননি, আমরা তো কোন্ ছাড়!

আমি বললুম বুঝেছি। আমার দায়িত্ব হবে যাতে সুমন্ত্রর সঙ্গে তোর চোখাচোখি না হয়। এটা তো? সেটা আমি পারব। সব সময় আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকব ওর সামনে। ক্যাটেরারকে বলে রাখবি, যেন তাড়াতাড়ি খাবার সার্ভ করে দেয়। আমরা গোটাকয়েক চিংড়ির কাটলেট খেয়েই কেটে পড়ব। তারপর বন্ধুরা মিলে বাইরে কোথাও বিয়ার-টিয়ার খাব!

চিংড়ির কাটলেট তো থাকছে না। ওরা বলেছে, চিকেন কাটলেট চিংড়ির কাটলেট থাকছে না? ধ্যাৎ! তাহলে তোর বিয়েতে কে যাবে? আমি অন্তত যাচ্ছি না। বন্ধুরা কে যাবে না যাবে জানি না, আমি কোনো দায়িত্বও নিতে পারব না। বিয়ে করছিস, আর চিংড়ির কাটলেট খাওয়াতে পারিস না?

ঠিক আছে, ঠিক আছে। মেনিউ চেঞ্জ করছি। ক্যাটেরারকে বলে দিচ্ছি টাটকা চিংড়ির কাটলেটও সার্ভ করতে। যে যেটা চাইছে। ঠিক আছে? তাহলে ওই কথাই রইল।

ফোনটা রাখার পর মা জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছে চিংড়ির কাটলেট খেতে চাইছিলি হ্যাংলার মতন।

BanglaBook.org

আমি বললুম, আমার নিজের জন্য নয় মা। রিনির বিয়েতে বিশেষ তো কিছুই করছে না। চিংড়ির কাটলেটও খাওয়াতে পারে না? তাহলে লোকে কত সুখ্যাতি করবে।

কারুর কারুর চিংড়ি মাছে অ্যালার্জি থাকে।

তারা হতভাগ্য। তাদের জন্য তো বৃহত্তর সংখ্যক মানুষ চিংড়ি বঞ্চিত হতে পারে না!

আহারে, রিনি শেষ পর্যন্ত একটা পাঞ্জাবিকে বিয়ে করল?

ছেলেটি পাঞ্জাবি নয়, বিহারি। মা, শোনো, বাঙালি না বিহারি, হিন্দু না মুসলমান না ক্রিশ্চান, ব্রাহ্মণ না বৈদ্য—এসব কথা ওদের বাড়িতে উচ্চারণ করাও নিষেধ। অশিক্ষিত, গ্রাম্য লোকেরা এখনো এ নিয়ে চিন্তা করে। তুমি আর আমি এখনো একটু একটু অশিক্ষিত আর গ্রাম্য আছি, তাই আমাদের মনে এসব কথা উঁকি দেয়, কিন্তু খবরদার, রিনির সামনে যেন উল্লেখও কর না।

আহা-হা, সবাই যেন খুব আধুনিক হয়ে গেছে! ঝুনুর নিশ্চয়ই মনে মনে একটু দুঃখু থাকবেই, জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে হিন্দিতে!

ছেলেটি চমৎকার বাংলা বলে। রিনির চেয়েও ভালো। তা ছাড়া তোমার বোন কয়েক বছর জব্বলপুরে ছিল, দিব্যি ঝরঝরিয়ে হিন্দি বলতে শুনেছি।

রিনির বিয়ের সন্ধ্যেবেলা সুমন্ত্র আমাদের সবাইকে অবাক করে দিল।

রূপমও ভেবেছিল, সুমন্ত্র নিশ্চিত যাবে না। বেশিদিন আগের কথা তো নয়, সদ্য ওদের প্রেম ভেঙেছে। এখন ক্ষতটা দগদগে অবস্থায় থাকার কথা। এ অবস্থায় মানুষ প্রাক্তন প্রেমিকার মুখ দর্শনও করে না।

রিনির দিক থেকে কতটা আন্তরিক ছিল বলা যায় না, কিন্তু আমরা তো জানি, সুমন্ত্রর ভালোবাসা ছিল গভীর। এই এসএমএস আর ই-মেইলের যুগেও সে রাত জেগে জেগে লম্বা লম্বা চিঠি লিখেছে নিজের হাতে। রিনির বিদেশের প্রতি টান দেখে সে বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করতে শুরু করেছিল। উত্তরও আসছে।

সম্পর্ক ভাঙার পুরোপুরি দায়িত্ব রিনির। সে সম্পর্কে সুমন্ত্র একটা

BanglaBook.org

কথাও আমাদের বলতে চায় না। রিনি এত তাড়াতাড়ি অন্য একজনকে বিয়ে করে ফেলতে চাইবে, সেটাও খুব আশ্চর্যের।

সুমন্ত্রর ব্যবহারে একটুও অস্বাভাবিকতা নেই। এই ক'দিন সে সমান তালে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে যাচ্ছে। এককালের বাংলা সিনেমার নায়কদের মতন বেশি মদ খাচ্ছে না। আত্মহত্যার কোনো চেষ্টাই নেই। আমরা যে তাকে কোনোভাবে সাহায্য করব, সে সুযোগই সে দিচ্ছে না আমাদের। বাড়ি থেকে রূপম আমাকে তুলে নিয়ে গেল সেই কফি শপে।

সুমন্ত্রও এখানে আসবে। তারপর আমরা একসঙ্গে যাব কমিউনিটি হলে।

রূপম আমাকে জিজ্ঞেস করল, সেই কবিতা কার লেখা, তোর মনে আছে নীলু? ওয়ার্ডসওয়ার্থের, তাই না? সেই যে, হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়ার ডেড

রূপম আগেও কয়েকবার এ ধরনের প্রশ্ন করেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম বলেছে। আর কোনো ইংরেজ কবির নাম সে জানে না।

আমি বললুম, কবিতার লাইন তোর মনে আছে দেখছি। আমার কিন্তু ঠিক মনে নেই। কবির নামটাও ঠিক খেয়াল নেই।

রূপম বলল, ছোটবেলায় মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়েছি তো, তাই মনে আছে। বড় হয়ে তো আর কিছু পড়িটরি না। সময় পাই না। সেই যে কবিতাটা ছিল, একজন মৃত সৈনিককে বাড়ি নিয়ে আসা হলো, তার বউটা অজ্ঞানও হলো না, একবারও ডুকরে কেঁদে উঠল না। তা দেখে অন্যরা ওই বউটা সম্পর্কেই ভয় পেয়ে গেল। মনে আছে?

হ্যাঁ, মনে আছে।

এখানেও তাই, ভেবে দ্যাখ। আমাদের সুমন্ত্র সামনে পড়ে আছে প্রেমের ডেডবডি, অথচ ওর কোনো রকম রি-অ্যাকশনই নেই? সুমন্ত্র এমনিতে তো খানিকটা ছিঁচকাপুনে আছেই—

প্রেমের ডেডবডি? কথাটা ভালো বলেছিস। প্রেম কেমন দেখতে হয়, তাই-ই আমরা জানি না। তার আবার ডেডবডি?

BanglaBook.org

আমার ইচ্ছে করে ছোকরাকে ধরে খুব একটা ঝাঁকুনি দিই। ঝেড়ে কাশ না বাবা! ওপন আপ! আজ সুমন্ত্র নিজেই আমাকে ফোন করে বলল, রিনির বিয়েতে একসঙ্গে যাবে। আমার আজ বলতে ইচ্ছে করছিল, রাস্কেল!

এই সময় দরজা ঠেলে ঢুকল সুমন্ত্র। আজ একটু সাজগোজই করেছে। প্যান্ট-শার্টের বদলে সিল্কের কুর্তা, পাজামা, গলা, থেকে ঝুলছে সরু করে ভাঁজ করা চাদর। আমাদের এই বন্ধুটি তো এমনিতেই বেশ সুপুরুষ।

আমি ফিসফিস করে রূপমকে বললুম, প্লিজ, ঝাঁকুনি টাকুনি দিস না। আর প্রেমের ডেডবডি-ফডি বলারও দরকার নেই। দেখাই যাক না কী হয়।

সেখানে এককাপ কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।

বিয়ের আসরে নাটক-ফাটক তো দূরে যাক, কোনোরকম ঘটনাই ঘটল না।

আমি সুমন্ত্রর পাশে পাশে থাকার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু রিনির সঙ্গে ওর চোখাচোখি হওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

কমিউনিটি হল যেমন হয়, সামনের দিকে অতিথিদের বসার জায়গা। ভেতরের একটা ঘরে বিয়ের আসর। মন্ত্র টন্ত্র কিছু নেই বটে, কিন্তু ঘরটাকে বেশ সাজানো হয়েছে। রেজিস্ট্রার একটু দেরিতে আসবেন।

রিনি একেবারে আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাল বটে। বেনারসি-টেনারসি দূরের কথা, সে একটা ছেঁড়া ছেঁড়া জিন্স আর হলুদ গেঞ্জি পরে আছে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। তাকে ঘিরে আছে এক দঙ্গল মেয়ে।

পুরোদস্তুর স্যুট-টাই পরে পাশে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে হবু বর সঞ্জয় সিং। এই হচ্ছে বিয়ে বাড়ি।

আমি একবার উঁকি মেরে দেখে এসে বললুম, রূপম, আমাদের তো বেশিক্ষণ এখানে থাকার দরকার নেই। ঝর্ণা মাসিকে মুখ দেখানোই তো আসল কথা। সে তো হয়ে গেছে। চল, এবার আমরা খেয়ে নিই।

রূপম বলল, চলরে সুমন্ত্র, শুধু শুধু বসে থাকার কোনো মানে হয় না। পুরুত ঠাকুর, আই মিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কখন আসবে কে জানে!

BanglaBook.org

সুমন্ত্র বিনা বাক্যে উঠে পড়ল।

রিনি বলেছিল, পঞ্চাশ-ষাটজনের বেশি বলা হবে না। মোটেই তা ঠিক নয়। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা দেড়শ-দু'শ জন তো হবেই। প্রথম ব্যাচেই তো চল্লিশ জন।

শুধু চানাচুর-কাটলেটও নয়, লুচি-বেগুন ভাজা দিয়ে শুরু, চিংড়ির কাটলেট আছে ঠিকই, তারপরও মাংসের কোর্মা, এটা-সেটা। কোন লেখক যেন লিখেছেন, বিয়ে বাড়ি মানেই এক হিসেবে শ্রাদ্ধ বাড়ি। কত টাকার শ্রাদ্ধ হয় সেখানে!

খাওয়ার মাঝপথে একটা দিকে হঠাৎ হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। মেয়েরাই বেশি হাসছে।

একটা চেনা মেয়েকে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই মধুমিতা, কী হয়েছে রে?

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নীলুদা, কী হয়েছে, জানো না? রিনিদি তো জিনস-মিনস পরে বসে ছিল, ওইভাবেই বিয়ে হবে বলে জেদ ধরেছিল। এর মধ্যে ওর উড বি শাশুড়ি এসে বললেন, ওসব চলবে না। তিনি শাড়ি এনেছেন, সেটা পরতে হবে। অমনি রিনিদি সুড়সুড় করে ড্রেস চেঞ্জ। নিজের মায়ের কথা শোনেনি, কিন্তু শাশুড়ির কথা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বা বা

আবার হাসির হুল্লোড়।

হঠাৎ আমার মনে হলো, রিনি যে আজ জিনস আর গেঞ্জি পরে বসেছিল, সেটা আসলে সুমন্ত্রকে দেখানোর জন্য। সুমন্ত্র স্বচক্ষে দেখুক বা না দেখুক শুনতে তো পাবেই। চমকে উঠবে। বুঝতে পারবে যে এ মেয়ে কোনো ভালো মানুষ অধ্যাপকের বউ হওয়ার উপযুক্ত নয়।

এ রকম আমার মনে হলো, ঠিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। খাওয়ার শেষ করার পরই মুখোমুখি পড়ে গেলাম ঝর্ণা মাসির। এসব বাড়িতে সবাই যা বলে, তিনিও তাই বললেন, খেয়েছিস তো পেট ভরে?

সবাই যা উত্তর দেয়, আমিও তাই বললুম, হ্যাঁ, দারুণ রান্না হয়েছে, কোন ক্যাটেরার।

BanglaBook.org

ঝর্ণা মাসি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, নীলু, তোদের সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে। রিনির শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুরে, তুই জানিস তো? তোদের সেখানে যেতে হবে?

আমি বললুম, হ্যাঁ? ভাগলপুর, সেখানে আমরা, মানে, আমি যাব কী করতে?

ঝর্ণা মাসি বললেন, বউভাত হবে সেখানে। সঞ্জয়ের ঠাকুমা বেঁচে আছেন, তাকে প্রণাম না করলে এ বিয়েই নাকি সিদ্ধ হবে না। ওরা সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে। তোর মেসোমশাই বিদেশে, শুভও আসতে পারবে না, আগে থেকে ছুটি না নিলে ওর কাজের অসুবিধে হয়। রিনিটা এমন তাড়াহুড়ো করল বিয়ের জন্য। আর এক মাস পরে করলে কী ক্ষতি হতো বল তো? সঞ্জয় সামনের সপ্তাহেই হল্যান্ড যাবে খেলতে, রিনিও সঙ্গে যেতে চায়। একবার তো বলেছিল, বিয়ে না করেই ওর সঙ্গে যাবে। ভাব তো, বড্ড বাড়াবাড়ি না? আমি বলেছি, না, ওসব চলবে না, লিভ টুগেদার-মুগেদার এই ফ্যামিলিতে চলবে না। যাই হোক, যা হওয়ার তা তো হয়েছে। ছেলেটি অবশ্য ভালো।

ঝর্ণা মাসি বলেই চলেছেন, রূপম আমাকে চোখের ইঙ্গিত করল, এবার থামিয়ে বেরিয়ে পড়তে।

আমি বললুম, হ্যাঁ ঝর্ণা মাসি, ছেলেটি খুবই ভদ্র আর ভালো। কিন্তু আমি তো ভাগলপুর বউভাতে যেতে পারব না। আমায় কালই মুর্শিদাবাদ যেতে হবে! ঝর্ণা মাসি বললেন, মুর্শিদাবাদ? সেখানে কী আছে? যাই থাক, সেখানে কালকের বদলে সামনের মাসে, কিংবা সামনের বছরে গেলেও চলবে! তোরা তিন বন্ধুই যাবি!

রূপম সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মাসি, আই উড লাভ টু, কিন্তু বাটা কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, একটা বড় কনট্রাক্ট পাওয়ার কথা।

ঝর্ণা মাসি বললেন, বাটা কোম্পানির ম্যানেজার? মিস্টার বি পি চৌধুরী তো? সে তো আজই অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল, তিন সপ্তাহ বাদে ফিরবে। সেই জন্যই আজ আসতে পারল না। চৌধুরী আমাদের

BanglaBook.org

ফ্যামেলি ফ্রেন্ড, তোর যদি কিছু দরকার-টরকার থাকে, আলাপ করিয়ে দেব। তোরা না গেলে আমাদের বাড়িতে আমি আর তিন্নি, পুরুষরা কেউ নেই, তোরা না গেলে বেশ তিন বন্ধুতে মিলে হৈহৈ করতে করতে যাবি! সুবুটা নিশ্চয়ই ছটফট করছে।

এবার তিনি সুমন্ত্রর দিকে তাকালেন।

আমাদের দু'জনকে প্রায় হতবাক করে দিয়ে সে বেশ সহজভাবে বলল, আমার যেতে আপত্তি নেই। ভাগলপুরে আমি কখনো যাইনি, শুনেছি সুন্দর জায়গা।

ঝর্ণা মাসি একগাল হেসে বললেন, এই তো লক্ষ্মী ছেলে। তুমি গেলে ওরাও আর না বলতে পারবে না। আমি তিনজনেরই ট্রেনের টিকিট কাটতে বলে দিচ্ছি।

রূপম বলল, না, না, ট্রেনের ইয়ে, টিকিট কাটতে হবে না।

ঝর্ণা মাসি সরল ভয়ের সঙ্গে বললেন, বিনা টিকিটে যাবি নাকি? যদি পুলিশে ধরে?

রূপম বলল, গাড়িতে, গাড়িতে যাব। পাটনায় একটা কাজ আছে, এই সুযোগে সেরেও আসব।

কেউ একজন এসে ঝর্ণা মাসিকে বলল, আপনাকে একবার ওদিকে ডাকছে। এইবার সই হবে।

ঝর্ণা মাসি প্রস্থানোদ্যত হয়ে বললেন, তা হলে নীলু, ওই কথা রইল। বন্ধুদের নিয়ে–

রূপম সুমন্ত্রকে জিজ্ঞেস করল, তুই এক কথায় যেতে রাজি হয়ে গেলি? কী ব্যাপার বল তো?

সুমন্ত্র বলল, হ্যাঁ যাব না কেন? আমার এখন কোনো কাজ নেই। তোরা যদি যাস, আমি কলকাতায় কী করে সময় কাটাব?

বিয়ের ঘর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। তিন্নি বেশ ভালোই গায়, তবে এটা তার গলা কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তিন্নিদিরও হতে পারে।

সুমন্ত্র বলল, চল না, একটু গান শুনে আসি!

BanglaBook.org

আমি দৃঢ়ভাবে তার এক হাত চেপে ধরে বললুম, ওইসব গান আমরা অনেক শুনেছি। চল, এখন আমরা বিয়ার খাব–

প্রায় জোর করেই তাকে টেনে আনলুম বাইরে।

বাসর ঘরে তার যাওয়া নিষেধ। যদি রিনির সঙ্গে চোখাচোখি হয়। আজকের শুভদৃষ্টির দিনে এই অশুভদৃষ্টি আটকানোই তো আমার দায়িত্ব ছিল।

পাঁচ.

ভাগলপুর অনেক দূর... ভাগলপুর অনেক দূর আর কত দূর ভাগলপুর... আর কতদূর ভাগলপুর... এই তো কাছে ভাগলপুর এই তো কাছে ... এসে গেলাম ভাগলপুর.... এসে গেলাম ভাগলপুর।

ছোটবেলার মতন এখনো ট্রেনের চাকায় এই শব্দ আমি শুনতে পাই।

রূপমরা গাড়িতে এলেও ঝর্ণা মাসির আদেশে আমাকে ট্রেনেই কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে আসতে হলো। মেসোমশাই বিদেশে, শুভ দিল্লি থেকে আসতে পারল না, তা হলে আমিই তো এ পরিবারের পুরুষ-কর্ত্তা।

রিনির এক জ্যাঠা আছেন বটে, কিন্তু তার বড্ডই বয়েস। এক ধরনের পুতুলের মতন তার মাথাটা সব সময় নড়ে। তিনি অনেক কথা বলেন, তার প্রায় কিছুই বোঝা যায় না। তিনিও এসেছেন অবশ্য। আমার পাশে বসে অনেক গল্প শোনালেন। ভাগ্যিস আমার কাছে কোনো পোকা নেই, তাই পোকা বার করে দিতে পারলেন না। তবে আমি একটু অন্যমনস্ক হলেই বড় জ্যাঠা আমাকে একটা করে খোঁচা মেরে বলেছেন, কীরে, বুঝলি তো আমি কী বললুম?

বৃদ্ধ হলে বুঝি মানুষের নিজেদের কথা শোনানোর ব্যাকুলতা বেড়ে যায়।

আটত্রিশজনের দল, দুটি কম্পার্টমেন্টে সবার বসার জায়গা। বলাই বাহুল্য, বর-বধূ যে কামরায়, সেখানে ওদের বন্ধুরা রয়েছে, তারা গান আর হৈচৈ করে আসছে। গুরুজনদের স্থান অন্য কামরায়। রিনির সঙ্গে

BanglaBook.org

দেখা হবে না বলে অনেকটা বেঁচে গেছি। মুখে কিছু বলার সুযোগ না পেলেও রিনি নিশ্চয়ই আমাকে দৃষ্টিতে দগ্ধ করত। সত্যিই তো বউভাতের সময় নিজের শ্বশুরবাড়িতে প্রাক্তন প্রেমিকের উপস্থিতি কোন মেয়ে সহ্য করতে পারে। তাও প্রাক্তন মানে সদ্য প্রাক্তন!

সুমন্ত্ররই বা কী আক্কেল। সে কেন আসতে চাইল?

সেদিন ঝর্ণা মাসির বাড়ি থেকে বেরিয়েই রূপম আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। একেবারে কেটে পড়েছিল। সুমন্ত্রর কাঁধ ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলেছিল, ইডিয়েট, তুই কী ভেবেছিস বল তো? তোর কি লজ্জা-শরম কিছু নেই? রিনি তোকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তোর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চায় না। অন্য একজনকে বিয়েও করে ফেলছে। এই সময়, যে কোনো ভদ্রলোকের দূরে সরে যাওয়া উচিত। তুই নির্লজ্জের মতন এই বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিস? আবার বলছিস, ভাগলপুর যাবি?

উত্তর না দিয়ে সুমন্ত্র মুচকি হেসেছিল।

আমি বলেছিলুম, তুই তোর ঘরের দরজা বন্ধ করে গোটাকয়েক কবিতা লিখে ফেল না পটাপট! শুনেছি, বিরহের সময় মাথায় হুড়মুড় করে কবিতা আসে।

সুমন্ত্র বলেছিল, বিরহ! এই শব্দটা আজকাল অচল!

রূপম বলেছিল, ফরগেট রিনি! তোর জীবন থেকে রিনিকে মুছে ফেল। সে তোকে টিচ করেছে, তা বলে তোর কি অহংকার নেই? তুই এখনো তার পিছু পিছু ঘুরবি? নো!

সেটা চলে না। তোর ছাত্রীদের মধ্যেও তো কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, তাদের কারুর সঙ্গে প্রেম, না হয় অ্যাফেয়ার শুরু করে দে না।

আমি বলেছিলুম, তোকে নিয়ে আমাদের হয়েছে মুশকিল। তুই কখন যে কী করে ফেলবি, হঠাৎ ফেটে পড়বি কিনা, সেসব ভেবে আমাদের সামলে সামলে চলতে হচ্ছে। তোর মনের অবস্থা কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুমন্ত্র তখন মৃদু হেসে বলেছিল, একটা সাঁওতালি গান আছে। তার কথাটা এই রকম– বন পোড়ে, সবাই দেখে। মন পোড়ে, কেউ দেখে না।

BanglaBook.org

রূপম কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি ওকে বাধা দিয়ে বললুম, যার মন পোড়ে, সে নিজে ছাড়া কেউই তা ঠিক বুঝতে পারে না। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না,এটাও ঠিক। কিন্তু যে কারণে মন পুড়ছে, সেই আগুন থেকে দূরে সরে থাকাই তো উচিত বলে মনে হয়। সুমন্ত্র একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগেই আছে। কিন্তু এমন অভিব্যক্তিহীন মুখ আমি আগে কখনো দেখিনি। যেন শ্বেত পাথরের অপলক। শান্ত।

তারপর আস্তে আস্তে বলল আমি তো রিনিকে ভুলে যাবই। ও আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি বলেই আমি ওর কাছাকাছি আসছি। আগুনটাকে সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে তারপর নিভিয়ে দিতে পারব।

রূপম বলল, ঠিক বুঝলাম না। কেমন যেন হেঁয়ালির মতন লাগছে।

সুমন্ত্র আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নীলু, তুই নিশ্চয়ই জানিস এইসব জায়গায় এসে আমি কোনোরকম নাটকীয় কাণ্ড করব না। এইটুকু বিশ্বাস আমার ওপর রাখতে পারিস।

ভাগলপুরে আমাদের রাখা হলো হোটেলে।

পুরনো আমলের লেখকদের রচনা পড়লে মনে হতো, ভাগলপুর একটা ছোটখাট নিরিবিলি জায়গা। এখন অবশ্য তা অনেক বদলে গেছে। বেশ ঘনবসতির শহর। বাজারের দিকটা ঘিঞ্জি। শহরের পাশে একখানা গঙ্গা নদী আছে বটে, কিন্তু আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নেই।

আশা করেছিলুম, বউ-ভাতের সময় বেশ একটা পুরনো বিহারি বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে পাব। স্থানীয় ভাষায় গান-বাজনা হবে। কোথায় কী? আধুনিকতার গর্ভে অনেক প্রথাই বিলীন হয়ে গেছে। দুপুরবেলা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান হলো। সঞ্জয়ের ঠাকুমা, চোখে চশমা পরা বেশ আঁটোসাঁটো চেহারা, আশির ওপর বয়স, বেশ একটা রানী রানী ভাব। তবে হুইল চেয়ারে বসা। তিনি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি বসে বসে দেখলেন। তারপর সঞ্জয় আর রিনি যুগ্মভাবে গিয়ে তাকে প্রণাম করল।

তিনি রিনির আঙুলে একটা বিদঘুটে মতন (খুব দামি হবে নিশ্চয়ই)

BanglaBook.org

আংটি পরিয়ে দিলেন। কপালে একটা চুম্বন দিয়ে বললেন, পরিষ্কার ইংরেজিতে, ওয়েলকাম, ওয়েকাম, বহু, ইউ আর আ নিউ মেম্বার ইন আওয়ার ফ্যামিলি। মে গড ব্লেস ইউ! ইংরেজি? ঠাকুরমা দিদিমাদের মুখে ইংরেজি শুনতে এখনো আমরা অভ্যস্ত নই। অথচ কেনই বা হবে না। গত একশ বছর ধরেই তো সব পরিবারের মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। রিনি বুদ্ধি করে হিন্দিতে বললেন, দাদিমা, ম্যায় আপকি আশীরওয়াদ মাফতি হু।

এবার তিনি রিনির থুতনি ধরে বাংলায় বললেন, এসো মা, এসো। তুমি এই সংসারের লক্ষ্মী হও। লক্ষ্মী প্রতিমারই মতন তোমার মুখখানি।

সঞ্জয়দের বাড়ির অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। আমি খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, তাড়াতাড়ি ফিরে গেলুম হোটেলে।

রূপমরা তখনো গাড়ি নিয়ে পৌঁছায়নি। ভালোই হলো, সুমন্ত্রকে এই অনুষ্ঠান দেখতে হলো না। কার পক্ষে ভালো কে জানে।

রিনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে যে সুমন্ত্র আমার পাশে নেই।

সুমন্ত্ররা পৌঁছল বিকেলের দিকে। রাস্তায় কোথায় চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিল। চাকা বদলাতে বেশি সময় লাগে না। চাকা সারাতেই অনেক সময় লেগে গিয়েছিল, ঠিক লোককে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সন্ধেবেলা, বউভাতের নেমন্তন্ন নয়, রিসেপশন।

রূপম বলল, গাড়ি চালাতে আমার ভালোই লাগে। কিন্তু মাঝে মাঝে রাস্তা বেশ খারাপ ছিল। এতটা দূর এলাম কেন বল তো? মোটেই ঝর্ণা মাসির অনুরোধে নয়, নীলুকে তো আসতেই হতো, ও ট্রেনে এসেছে, ট্রেনেই ফিরে যেতে পারত, আমাদের দুজন না এলেও পারতাম। আমি তো কাল বিকেলে ঠিকই করেছিলাম যে আসব না। কিন্তু এই সমুটারই এমন গরজ...

সুমন্ত্র বলল, রাস্তার একটা ধানায় কী দারুণ বাঁধাকপির তরকারি খেলাম বল? ও রকম তরকারি বাঙালি বাড়িতে হয় না।

রূপম কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বাঁধাকপির তরকারি! ভেবে দ্যাখ, এত দূর এসেছি, তার নিট লাভ বাঁধাকপির তরকারি!

BanglaBook.org

সুমন্ত্র বলল,এই রূপম, তুই তিনবার চেয়ে খাস নি? তা ছাড়া, এক জায়গায় গাছতলায় গাড়ি থামিয়ে বৃষ্টি দেখা? সে কি দারুণ বৃষ্টি। কলকাতায় এরকম বৃষ্টি দেখা যায়?

রূপম বলল, ও বৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। কবি কিনা। আর আমি ভাবছি, এত বৃষ্টিতে যদি রাস্তায় জল জমে যায়, তখন কী করে গাড়ি চালাব!

সুমন্ত্র বলল, তুই সেই সময় একটা সিগারেট ধরিয়ে কী বললি? কী বলেছি?

আহা, মনে নেই? তুইও সেই সময় কবি হয়ে গিয়ে বললি, আহ, এত বৃষ্টির সময় সিগারেটের যেমন স্বাদ পাওয়া যায়, অন্য কোনো সময় তা পাওয়া যায় না।

কথা হচ্ছে, হোটেলের গেটের কাছে গাড়িটার পাশে। তখনো ওদের দু'জনের মালপত্র নামানো হয়নি। মেরুন রঙের স্কার্ট ব্লাউজ পরা একটি ছিপছিপে তরুণী ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এই স্যানট্রো গাড়িটা কার?

রূপম বলল, আমার। কেন, এখান থেকে সরাতে হবে?

মেয়েটি বলল, তা আমি জানি না। আমি একটু এই গাড়িটা চালাতে পারি?

এরকম আকস্মিক অনুরোধে রাজি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আবার এক রূপসী তরুণীর মুখের ওপর নাও বলা যায় না।

রূপম বলল, আপনি চালাবেন? কেন বলুন তো?

মেয়েটি বলল, কোনো কারণ নেই। এমনিই। আমার গাড়ি চালাতে ভালো লাগে।

রূপম বলল, আমরা অনেক দূর থেকে এই মাত্র পৌঁছেছি তো। এখন থাক। পরে চালাবেন।

মেয়েটি আপনি-টাপনির ধার ধারে না। সে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এই গাড়িতে স্টেট কলকাতা থেকে আসলে? কতক্ষণ লাগল?

রূপম বলল, সাত ঘণ্টার একটু বেশি। মাঝখানে থেমেছি।

এখান থেকে আবার কলকাতায় ফিরবে?

BanglaBook.org

হ্যাঁ।

সে এবার আমাদের তিন বন্ধুর ওপর চোখ বুলিয়ে দেখে বলল, তোমরা তিনজন? আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি?

এবার আমাকে জিজ্ঞেস করতেই হলো, তুমি কে? তোমার সঙ্গে তো আমাদের

সে আমার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, এই নীলুদা, ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি আমাকে চেনো না? আমি ইনগ্রিড, ছোটবেলায় তুমি আমাকে একটা বিচ্ছিরি নামে ডাকতে!

আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাক। সত্যিই চেনা শক্ত। আমার এক বন্ধু ইন্দ্ররূপের একটা বোন ছিল, খুব মোটাসোটা আর গোলগাল বারো-তের বছর বয়স। সবাই ওকে মুটকি বলে রাগাত। ওদের বাগবাজারের বাড়িতে আমি গিয়েছি অনেকবার। সেই মেয়ের এমন রূপান্তর? রূপকথায় যেমন থাকে, একটা কোলাব্যাঙের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো এক রাজকুমার (এ ক্ষেত্রে রাজকুমারী)। মুটকি ছাড়া ওর আর কী নাম ছিল, তা আমার খেয়ালও নেই। ইন্দ্ররূপ চলে গেছে বার্লিন, তারপর থেকে আর যোগাযোগ নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ইন্দ্ররূপ ফিরে এসেছে?

ইনগ্রিড বলল, নাঃ! জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছে। কী, আমি তোমাদের গাড়িতে যেতে পারি?

আমি রূপমের দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, গাড়িটা তো আমার নয়। ওর।

ইনগ্রিড বেশ ঝাঁজালো গলায় বলল, ওর তাতে কী হয়েছে? তোমরা তিনজন আছো। আর একজন গেলে কোনোই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আমি পেট্রোলের খরচ শেয়ার করতেও রাজি আছি।

আমার মনে হলো, সঙ্গে একটি সুদৃশ্য নারী থাকলে ভালোই তো হয়।

তাতে পরিবেশটা নরম হয়, চোখেরও আরাম হয়। তা ছাড়া ও বেশ পারফিউম মেখেছে, সুগন্ধের সঙ্গও পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

কিন্তু রূপম কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই চট করে গলে যাওয়ার মতন ছেলে নয়।

সে মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল, না, তা সম্ভব নয়। অসুবিধে আছে।

ইনগ্রিড সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, কী অসুবিধে শুনি? তিনজনের বদলে চারজন, হোয়াট ডিফরেন্স ইট মেকস?

রূপম বলল, ইট মেক্‌স আ লট্‌ অফ ডিফরেন্স। কারণ তুমি একটি মেয়ে।

এবার ইনগ্রিড তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলল, কী? মেয়ে? তোমরা কোন যুগে পড়ে আছ? এখনো ছেলে আর মেয়ের তফাৎ কর?

রূপম বলল, হ্যাঁ, তফাৎ তো আছেই! সব জায়গায় মেয়ে আর পুরুষদের বাথরুম আলাদা হয় কেন? সেটা কি এক হয়েছে?

হোয়াট আর মিনি কোয়েশ্চেন!

মোটেই মিনি নয়। জার্নিতে ছেলেরা যেখানে-সেখানে বাথরুম করতে পারে। কিন্তু মেয়েদের জন্য টয়লেট, খুঁজতে হয়। এদিককার অনেক পেট্রোল পাম্পেও টয়লেট থাকে না। থাকলেও অনেক সময়ই তালা দিয়ে রাখে।

ও এই! তা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। সে আমি ম্যানেজ করব!

আমরা একটু ঘুর পথে যাব। মাঝখানে আজেবাজে কোনো হোটেলে রাত কাটাতে হতে পারে।

আই ডোনট মাইন্ড। আমার কোনো তাড়া নেই। এসব আজেবাজে কথা বলে আমাকে বাদ দিতে পারবে না।

রূপম বলল, আমরা কিন্তু ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ব। দেরি করতে পারব না!

ইনগ্রিড বলল, ভোর মানে? পাঁচটা? আমি সাড়ে চারটায় রেডি থাকব।

আমি এবার বললুম, না, না, অত ভোরে নয়। আমার ঘুম ভাঙবে না। সাড়ে সাতটা-আটটা।

BanglaBook.org

ইনগ্রিডকে অপ্রতিরোধ্য বুঝতে পেরে সুমন্ত্র বলল, উই উইল বি ভেরি গ্ল্যাড টু হ্যাভ ইউ অ্যাজ আওয়ার কমপ্যানিয়ন! একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তোমার ইনগ্রিড নামটা কে রাখল? এটা তো একটা সুইডিস নাম।

ইনগ্রিড বলল, আমার বাবা। ওঁদের আমলে নাকি ইনগ্রিড বার্গম্যান নামে একজন নামকরা অ্যাকট্রেস ছিলেন। বাবা তার এমনই ভক্ত ছিলেন যে, আমার এই নাম রেখেছিলেন, সব সময় এই নাম ধরে ডাকতে পারবেন বলে!

সুমন্ত্র বলল, ইনগ্রিড বার্গম্যান তো অল টাইম গ্রেট।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোর কোনো ডাকনাম নেই?

ও বলল, আছে। সেটাও আমার তেমন পছন্দ নয়। টুলটুল—

আমি বললুম, ওটাই ভালো। ইনগ্রিড নামটা সব সময় ডাকার পক্ষে একটু হেভি।

তাহলে ওই কথাই রইল।

সন্ধেবেলা সেজেগুজে যেতে হলো রিসেপশনে।

সেজেগুজে মানে কী? ধুতি-টুতি তো আনিইনি। পায়জামা-পাঞ্জাবি, আর ঝর্ণা মাসির ধমক খেয়ে দাড়ি কামিয়ে নিতে হলো। রূপমের কাছে ভালো গন্ধওয়ালা আফটার শেভও আছে। রিসেপশন হচ্ছে এক প্রাক্তন জমিদার বাড়িতে। দুর্গের মতন পুরনো আমলের বাড়ি, সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানেই পার্টি, মাঝখানে গান-বাজনার জায়গা, আর এক পাশে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। ভোজ্য ছাড়া মোরগের ন্যাজও আছে। অর্থাৎ ককটেল।

আমি আর সুমন্ত্র পাশাপাশি বসে রইলাম দুটো চেয়ারে। এখানে ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে খেজুরে আলাপ করাই প্রথা, আমার সেটা ঠিক ধাতে সয় না। রূপম বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসতে পারে না। সে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছে।

এর মধ্যে একটা গানের দল গান শুরু করেছে। কাওয়ালি।

BanglaBook.org

আমন্ত্রিতদের মধ্যে কিছু স্থানীয় বাঙালিও আছে বুঝতে পারছি, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি বাংলা কথা। আমাদের সঙ্গে কারুর পরিচয় হলো না।

রূপম এক ফাঁকে এসে ফিসফিস করে বলে গেল, বিনা পয়সায় পাচ্ছিস বলে বেশি মদ খেয়ে ফেলিস না যেন। এ রকম আসরে মাতাল হয়ে যাওয়াটা খুবই নিন্দের ব্যাপার।

সুমন্ত্র একটিই গেলাস নিয়ে বসে আছে। আমিও ইচ্ছে করেই আর নেইনি, ওকে সামলানোর কথাটা আমার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে।

বর-বধূ এখনো আবির্ভূত হয়নি, তারা অন্দর মহলে।

ঘণ্টাখানেক বাদে কাওয়ালি শেষ হলো। কাওয়ালি গান ভালোই তো, থামলে আরও বেশি ভালো লাগে।

এরপর শুরু হলো হিন্দি সিনেমার গান। যেসব সিনেমা দেখিনি, সেসব গানও চেনা হয়ে যায়।

এর মধ্যে টুলটুল দু'বার আমাদের খবর নিয়ে গেল। এই পার্টিতে সে শাড়ি পরে এসেছে। মেয়েরা কেউ ড্রিংক করছে না। মদ কথাটা তো উচ্চারণ করা উচিত নয়।

হঠাৎ একসময় দেখি, সঞ্জয় আর রিনি কখন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে অতিথিদের মধ্যে ঘুরছে।

আজ খুব সেজেছে রিনি। যতই আধুনিক হোক, সব মেয়েরই বোধহয় বিয়ের দিন সাজগোজ করতে সাধ হয়। একখানা জমকালো শাড়ি পরেছে সে। তবে ধরনটা বাঙালিদের মতন নয়, পেট অনেকখানি খোলা ঐশ্বরিয়া রাইয়ের মতন। আর সঞ্জয় অবশ্য পুরোদস্তুর সুট।

একসময় আমার সারা শরীরে একটা শিহরণ হলো। এই যে! সঞ্জয় আর রিনি প্রত্যেকটি অতিথির চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে কীসব বলছে। তাহলে তো ওরা আমাদের সামনে এসেও দাঁড়াবে। সুমন্ত্রর সঙ্গে চোখাচোখি হবে রিনির।

আমি ফিসফিস করে সুমন্ত্রকে বললুম, চল, আমরা গেটের বাইরে একটু ঘুরে আসি।

BanglaBook.org

বোকা তো নয়, ঠিক বুঝেছে, সুমন্ত্র আমার দিকে ফিরে বলল, একটু পরে।

রূপমও কোথা থেকে এসে বলল, চল, সুমু, আমরা একটা সিগারেট খেয়ে আসি।

সুমন্ত্র তাকেও বলল, একটু পরে।

রূপম তবু তার একটা হাত চেপে ধরে জোর করার চেষ্টা করলেও সে হাত ছাড়িয়ে নিল। সঞ্জয় আর রিনি এসে গেছে। এখন উঠে যাওয়া খুবই অভদ্রতা।

আমাদের পাশের চেয়ারটি ফাঁকা। ওরা দু'জন এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। সঞ্জয় আমাকে বলল, নীলুদা, আই অ্যাম সো গ্ল্যাড দ্যাট ইউ হ্যাভ কাম। আপনার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি।

আমি বললুম, রিনির বাবা আসতে পারেননি, ওর দাদা, আমি-ই তো এখন কন্যাকর্তা! আমরা তিন বন্ধু এসেছি, এই যে সুমন্ত্র। পেছন থেকে রূপম বলল, আর আমি রূপম। শুভ্রব্রতকে নিয়ে আমরা চার বন্ধু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স!

সুমন্ত্র উঠে দাঁড়িয়ে সঞ্জয়কে বলল, কংগ্রাচুলেশন!

তারপর রিনির দিকে তাকিয়ে বলল, শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন।

এ কথা বলার সময় সুমন্ত্রর গলা একটুও কাঁপেনি। কিন্তু আমার মনে হলো, রিনির চোখ যেন চকচক করছে। কেঁদে ফেলবে নাকি।

ওরা সরে গেল পাশের দিকে। কিছুই ঘটল না।

এর একটু বাদে শুরু হলো বিচিত্র বাজনা। তারপর নাচ। কয়েক জোড়া নারী-পুরুষ নাচতে শুরু করল। সঞ্জয় আর রিনিও। কোমর জড়িয়ে ওয়াল্‌জ নাচ।

একসময় সঞ্জয় আর রিনি গালে গাল ঠেকিয়ে নাচতে নাচতে সরে গেল অন্ধকারের দিকে।

সুমন্ত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গুড! চল এবার বাইরে যাই।

BanglaBook.org

ছয়.

ভোরের বদলে বেরিয়ে পড়া হলো পৌনে নটায়।

বেরুনোর আগে চা খাওয়া আর ঝর্ণা মাসির সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল। টুলটুলের ব্যাপারটা জানাতে হবে না?

ঝর্ণা মাসি বললেন, হ্যাঁ, ও একাই এসেছে। রিনির খুব বন্ধু, তা রিনি আর সঞ্জয় তো এখানে আরও দু'দিন থাকবে। টুলটুল তোদের সঙ্গে গাড়িতে যেতে চাইছে? কথা থামিয়ে শুধু এক গাল নয়, দু'গাল ও দু'চোখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, তা তোরা নিতে পারিস। তারপর বুঝবি ঠ্যালা। ও মেয়ে অতি বিচ্ছু। মুডের ঠিক নেই। কখন যে হাসবে আর কখন রেগে উঠবে তার ঠিক নেই। তবে হ্যাঁ, এক নম্বর, বুঝলি, হিরের টুকরো মেয়ে। সুবু রাজি থাকলে ওকে আমি আমার ঘরের বউ করে আনতাম।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, সুবুকে প্রস্তাব দিয়েছিলে নাকি? ও কী বলেছে। সুবু বলেছে, নীলু যতদিন না বিয়ে করে, ততদিন ও নিজেও বিয়ে করবে না। এবার আমার হাসির পালা। আমি বললুম, এই মিথ্যেটা তুমি মোটেই ভালো করে বলতে পারনি মাসি! সুবু এ ধরনের কথাই বলে না। ঝর্ণা মাসি বললেন, আমার দুটো মেয়েই বাড়ি থেকে চলে গেল। এবার বাড়িতে আর একটি মেয়েকে আনতে হবে না?

আর কথা না বাড়িয়ে আমি চলে এলুম হোটেলের গেটের কাছে। টুলটুল সম্পর্কে আর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে এর মধ্যেই তার হ্যান্ড ব্যাগটা গাড়ির পেছনে তুলে দিয়েছে আর নিজেও একটা রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। আজ পরেছে সালোয়ার আর কামিজ, নীল রঙের। বৃষ্টি পড়ছে টিপি টিপি।

এবং সে আমাদের কারুকে সুযোগ না দিয়ে উঠে বসল সামনের সিটে, রূপমের পাশে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার পরই সে বলল, মাঝে মাঝে আমাকে একটু চালাতে দেবে তো?

রূপম বলল, একদম না। আমি আমার গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে অন্য

BanglaBook.org

কারুর হাত দেওয়া পছন্দ করি না। আর পেট্রোলের দাম শেয়ার-টেয়ার করার কথাও উচ্চারণ করবে না।

টুলটুল বলল, যদি তোমার খুব মাথা ধরে?

রূপম বলল, মোটেই আমার মাথা-টাথা ধরে না। আরে দেখেছ, এ মেয়েটা প্রথমেই কী সব অলক্ষুণে কথা শুরু করেছে!

আমি বললুম ঠিক আছে। ঠিক আছে। এ মেয়েটার একটু মাথায় দোষ আছে, শুনে এসেছি!

রূপম আর্তনাদ করে বলল, অ্যাঁ? মাথার দোষ? আগে বলিসনি? আমারও একটু একটু মনে হচ্ছিল প্রথম থেকেই।

সুমন্ত্র বলল, একটু মাথার দোষ থাকা ভালোই। বেশি না হলেই হলো।

রূপম বলল, কে এখন তা মাপতে যাবে, একটু না বেশি?

টুলটুল গান গেয়ে উঠল, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না । মেয়েটার গলা বেশ সুরেলা। পথে গান শোনা যাবে।

সুমন্ত্র ভাগলপুর শহরটা দেখতে চেয়েছিল। তাই দু'বার শহরের রাস্তায় চক্কর দেওয়া হলো। এভাবে অবশ্য কোনো জায়গাই ঠিক দেখা যায় না। তবু যা হোক।

এক সময় গান থামিয়ে টুলটুল বলল, একবার মুঙ্গের শহরটা দেখে যাব? বেশি সময় লাগবে না!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন, মুঙ্গেরে কী আছে?

টুলটুল বলল, তোমরা লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছ?

আমি বললুম তার নাম কে না শুনেছে? যারা তার একটিও লেখা পড়েনি, তারাও নাম শুনেছে।

টুলটুল বলল, উনি আমাদের আত্মীয় ছিলেন।

মুঙ্গেরে ওর বাড়ি আর আমার ঠাকুদার বাড়ি ছিল পাশাপাশি। সে বাড়িটা যদিও বিক্রি হয়ে গেছে, তবু একবার দেখে আসতে চাই।

রূপম বলল, নো ওয়ে। যে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, তা আবার দেখার কী আছে? এত ঘোরাঘুরি করতে পারব না ভাই।

BanglaBook.org

একটুক্ষণ পর একটা তেরাস্তার মোড়ে এসে গাড়ি থামার পর টুলটুল বলল, এবার বাঁ দিকে।

রূপম আধা ধমক দিয়ে বলল, বলেছি না, মুঙ্গের যেতে পারব না? এবার আমরা যাব ডান দিকে।

টুলটুলও ধমক দিয়ে বলল, তোমায় কে বলল, মুঙ্গের এদিকে? আমি তো আর মুঙ্গের যেতে চাইছি না। এখন আমরা যাব ধরহরা।

রূপম বলল, সে আবার কোথায়? না, না, তুমি আমার পাশে বসলেও রাস্তার ডিরেকশন দেবে না। আমরা আর এদিক-সেদিক যাব না।

টুলটুল বলল, এদিক-সেদিক নয়, ধরহরা যেতেই হবে। নইলে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রূপম বলল, এ কাকে গাড়িতে তুলেছিরে? এ তো এগোতেই দেবে না।

সুমন্ত্র মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল, ধরসরা গ্রামে কী আছে টুলটুল?

টুলটুল বলল, ধরসরা নয়, ধরহরা। নামটা মনে রাখতে হবে। সেখানে কী আছে, তা একবার না গিয়ে দেখলে বুঝব কী করে? আমি কালই শুনেছি গ্রামটার কথা। খুবই ইন্টারেস্টিং!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, টুলটুল কী ব্যাপারে ইন্টারেস্টিং একটু বলবি তো?

টুলটুল বলল, সেখানে নাকি এক টুকরো স্বর্গ আছে। দেখতে ইচ্ছে করছে না? বেশি দূর না, মাত্র কুড়ি মাইল। বাঁ দিকে ঘোরাও!

পেছন থেকে অন্য গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। রূপম বাঁ দিকে ঘুরিয়ে ফেলল।

সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করল, ধরহরা নামটা বেশ ইন্টারেস্টিং। বিহারের ছোট ছোট গ্রামগুলো দেখতে ভালোই লাগে।

টুলটুল বলল, মোটেই সেটা অন্য গ্রামের মতন নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এক টুকরো স্বর্গ মানে কী রে? ঠাকুর-দেবতারা থাকে? অনেক মন্দির-টন্দির আছে?

না, দেখার মতন কোনো মন্দির নেই। সেখানে কী আছে তা আমি নিজের চোখে দেখার আগে জানব কী করে? শুধু শুনেছি। কী শুনেছিস?

তা আমি এখন বলব না। যদি না মেলে? চল না, কতক্ষণ আর

BanglaBook.org

লাগবে।

গাড়ি তো চলছেই। রাস্তা বেশ ভালোই বলা যায়।

খানিকবাদে টুলটুল যেন আপন মনেই বলে উঠল, শুধু এটুকু বলতে পারি। সেখানে অনেক গাছ আছে।

রূপম আবার মেতে উঠে বলল, কী? শুধু গাছ দেখার জন্য আমরা এতটা রাস্তা ঘুরব?

টুলটুল বলল, এতটা আবার কী? মাত্র কুড়ি কিলোমিটার! তুমি গাড়ি চালাচ্ছো– অনেক সময় রাস্তা ভুল করেও তো কুড়ি কিলোমিটার ঘোরা হয়।

রূপম বলল, আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, সত্যি ধরফরা না গড়গড়া নামে কোনো গ্রাম আছে কিনা? আমরা মুঙ্গের যেতে চাইনি বলে—

টুলটুল বলল, ধরহরা, ধরহরা, ঠিক নামটা মনে রাখতে পার না? রূপম ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো। পাশেই একটা চায়ের দোকান।

নীলু, চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করে আয় তো। এরা ওই গ্রামের নাম জানে কিনা। যদি না জানে, তাহলে আমি এখান থেকেই গাড়ি ঘুরাব।

সুমন্ত্র বলল, আমরা সবাই বরং এখানে চা খাই। কিছু না খেলে এমনি এমনি জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না।

ইচ্ছে করেই কিনা জানি না, সুমন্ত্র আজ সাদা শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরে আছে। তাকে দেখাচ্ছে অন্যরকম। মুখখানা একেবারে পরিচ্ছন্ন। গলার আওয়াজে একটুও জড়তা নেই।

সুমন্ত্র কিছুটা হিন্দি জানে। সে-ই কথা বলল দোকানদারের সঙ্গে। খালি গা এবং গলায় মোটা পৈতেওয়ালা লোকটি সে গ্রামের কথা জানে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, উস গাঁও মে কেয়া হ্যায়?

সে একটু ভেবে বলল, গাঁও মে আদমি হ্যায়, আওরৎ হ্যায়, লেড়কা-লেড়কি হ্যায়, আউর বড়া বড়া পের হ্যায়।

সব গ্রামেই কিছু নারী আর পুরুষ আর বাচ্চারা তো থাকবেই, কিছু গাছও থাকতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে এক টুকরো স্বর্গের ব্যাপারটা বোঝা গেল না।

BanglaBook.org

সুমন্ত্র রূপমের পিঠে হাত দিয়ে বলল, এতটা এসেছি, আর ফেরার কোনো মানে হয় না, রূপম। চল ঘুরেই আসি।

আরও কিছু দূর গিয়ে আবার একটা দোকানে থেমে পথনির্দেশ নিয়ে আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়লুম ছোট রাস্তায়। এ রাস্তাও সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে মনে হলো।

দু'ধারে অড়হর আর গমের খেত। কাল রাত্তিরে বোধ হয় এদিকে খুব বৃষ্টি হয়েছে, তাই রাস্তায় মাঝে মাঝে কাদা জমেছে। যে দু'একজন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের অবস্থাও শোচনীয়।

রূপম বলল, যদি দেখি, ওই গ্রামে টুকরো স্বর্গ-ফর্গ কিছু নেই। তাহলে তোমাকে দেখাব মজা!

টুলটুল বলল, কী মজা দেখাবে?

তোমাকে ওই গ্রামে নামিয়ে দিয়ে আসব।

সত্যিই যদি তা পার তাহলে বুঝব তুমি বীর পুরুষ। যেসব বাঙালি বীর মেয়েদের পুড়িয়ে মারে কিংবা ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, তুমি তাদের একজন।

এই নীলু, এই মেয়েটাকে সঙ্গে নিতে রাজি হলি কেন? কী খারাপ খারাপ কথা বলছে আমার নামে।

মোটেই তোমার নামে বলিনি। বলেছি, যদি। অত মেজাজ খারাপ করছ কেন, এই নাও চকলেট খাও।

ব্যাগ থেকে ডার্ক চকলেট বার করে সে দিল সবাইকে।

সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করল, টুলটুল তুমি এই গ্রামের কথা কার কাছে শুনেছ। টুলটুল বলল, কাল রাত্তিরেই আলাপ হলো, একজন রিপোর্টার। তার নাম অত্রি মিত্র। শুনলে মনে হয়, আসল নাম নয়। ছদ্মনাম, তাই না।

সে কী বলেছে তোমাকে।

বলেছি না, সেটা আগে বলব না তোমাদের। সিয়িং ইজ বিলিভিং আরও কিছু দূর যাওয়ার পর দেখা গেল, একটা গোল জঙ্গলের মতন জায়গা। বেশি ছড়ানো নয়। কিন্তু গাছগুলো বেশ বড় বড়। এতক্ষণ রাস্তার দু'পাশে গাছপালা বিশেষ দেখা যায়নি।

BanglaBook.org

টুলটুল গান গেয়ে উঠল, ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চের বেড়া/ভোমরা সেথা গুনগুন করে, গুনগুন করে, কোকিলাতে দিচ্ছ সাড়া/ ঐ দেখা যায়।

সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করল, টুলটুল তোমার কথা শুনে তো মনে হয়, তুমি ইংরেজি স্কুলে পড়া মেয়ে। তুমি এসব গান শিখলে কোথায়?

টুলটুল বলল, আমাদের বাড়িতে ইংরেজি-বাংলার কোনো ঝগড়া নেই। আমার দাদা সর্বক্ষণ ওয়েস্টার্ন মিউজিক শোনে আর আমার মা এসব গান করেন। মা গান গাইলেই দাদার বাজনা বন্ধ।

আরও কাছে যেতেই দু'চারজন পথচারী দেখা গেল। ঘন জঙ্গল কিছু নয়। বড় বড় গাছের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা।

টুলটুল বলল, গাছগুলো লক্ষ কর। সবই আম, জাম, লিচু, আরও কী সব ফলের গাছ।

তুমি আগে থেকেই তা জানলে কী করে।

স্বর্গে সব গাছই ফলবান বৃক্ষ, তা জানো না বুঝি।

এখনো বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না। কিছু ছেলেমেয়ে গাছের ডালে উঠে নিচে লাফাচ্ছে আর হুটোপুটি করছে। তারা গাড়িটা দেখে খুব একটা অবাক হলো না, খেলাও থামাল না। রূপম বলল, এই যে সব দেব শিশু, ভালো করে দেখে নে।

টুলটুল বলল, একজনেরও কিন্তু খালি গা নয়। স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে তো কেউ গরিব থাকে না, তাই তাদের কেউ ছেঁড়া জামা পরে না। খালি গায়েও থাকে না।

এ গ্রামে গরিব নেই?

থাকতেও পারে। সবটা তো দেখিনি।

অধিকাংশ বিহারের সাধারণ গ্রাম যেমন হয়, কিছু কিছু বাড়িতে খাপরার চাল, টালির চাল, দু'একটা পাকা বাড়ি। পুরো গ্রামটা ঘোরার পর কোথাও আমাদের কল্পনায় যেমন থাকে তেমন এক টুকরো স্বর্গের সামান্য চিহ্নও দেখা গেল না।

BanglaBook.org

গাড়ি থামিয়ে রূপম বিদ্রূপের হাসি দিয়ে বলল, নাউ হোয়াট! এ মেয়েটা আমাদের খুব জোর ভড়কি দিয়েছে।

টুলটুল জেদের সঙ্গে বলল, মোটেই ভড়কি দেইনি, আমি ঠিক বলেছি।

সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করল টুলটুল এবার অন্তত বল, তুমি কী শুনে এসেছ?

টুলটুল বলল, এই গ্রামে কোনো মেয়ে জন্মালে উৎসব হয়।

তার মানে?

পুরুষদের মাথায় সহজে কথাটা ঢোকে না। আমাদের দেশে অনেক গ্রামে এখনো কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলা হয় জানো তো। কোনো মেয়ে জন্মালে কান্নার রোল পড়ে যায়। এই ধরহরা গ্রামে মেয়ে জন্মালে উৎসব করে। নাচ-গান হয়। গাছ পোঁতে।

কথাটা একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হয়। গ্রামে ট্রামে মেয়েদের কী অবস্থা তা কি আমরা জানি না? বাপ-মায়ের প্রবল অনিচ্ছের মধ্যে জন্ম নেয় মেয়েরা। বাচ্চা বয়স থেকেই অনেক পরিবারে (সব পরিবারে নয় নিশ্চয়ই) ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অবহেলা-হেনস্থা করা হয়। তবু তারা বেঁচে থাকে কী করে। সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। প্রকৃতিই তাদের বাঁচিয়ে রাখে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের জীবনীশক্তি নিশ্চিত বেশি, অন্তত গ্রামে।

কিন্তু এই গ্রামটা তার ব্যতিক্রম হয় কী করে?

সুমন্ত্র বলল, ওই তো একজন লোক আসছে।

মধ্যবয়সী ফতুয়া পরা একজন লোক এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে।

সুমন্ত্রই আগে নেমে গিয়ে বলল, নমস্তে।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, আপলোগ রিপোর্টার?

সুমন্ত্র বলল, নেহি, হামলোগ এই সাই ঘুমনে আয়া। ধরহরা গাঁওকা নাম শুনা?

এরপর লোকটি একসঙ্গে অনেক কথা বলে গেল। সব অর্থ আমি বুঝলাম না। গ্রামাঞ্চলের হিন্দি বেশ দুর্বোধ্য লাগে। ছেকাছেনি নামে একটা ভাষার কথা শুনেছি। এরা কি সেই ভাষা বলে? লোকটির কথার

BanglaBook.org

মধ্যে মধ্যে দু'একবার মুখ্যমন্ত্রীজী, মুখ্যমন্ত্রীজী শুনলুম।

সুমন্ত্র আমাদের বুঝিয়ে দিল, কয়েকদিন আগেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার এখানে এসেছিলেন। তারপর থেকেই খুব রিপোর্টারদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।

আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। কাছেই একটা চায়ের দোকান। একেবারেই সাধারণ, বাইরে বাঁশের বেঞ্চ। সাবধানে বসে দেখলুম, মচমচ করে কিনা।

টুলটুল সেই লোকটির সামনে গিয়ে হাতজোড় করে বলল, আপকা শুভনাম

লোকটি বলল ভগবান প্রসাদ সিং।

টুলটুল ছলছলে মুখে আমাদের দিকে ফিরে বলল, ভগবানের গ্রাম। আমি কী বলেছিলাম, মিলে গেল না।

এরপর সবাই মিলে টুকটাক প্রশ্ন করতে লাগল ভগবানকে।

যা জানা গেল, তা অভিনব অবশ্যই। এই প্রথা এই গ্রামে অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। লোকে শুনে অবাক হয় কেন। তা উনি বুঝতে পারছেন না। মেয়ে জন্মালে এ গ্রামে শুভ লক্ষণ মনে করে সবাই। সেদিনই মেয়ের নামে তিন-চারটে ফলের গাছ পোঁতা হয়। মেয়ে যতদিনে বড় হয়, ততদিনে গাছগুলোও বড় হয়ে ফল দিতে শুরু করে। সেই ফল বিক্রির টাকা জমিয়ে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

অন্যান্য গ্রামে তো গরিব ঘরে মেয়ে জন্মালেই কী করে তার বিয়ে দেওয়া হবে সেই চিন্তায় বাবা-মা কাতর হয়ে পড়ে। বিয়ে না দিতে পারলে গ্রামের লোক অত্যাচার শুরু করে দেবে। আর টাকা না থাকলে বিয়ে দেওয়া যায় না। তাই অনেকের সামান্য যা জমিজমা থাকে তা বিক্রি করে দিতে হয়। মেয়ে মানেই ক্ষতি।

এ গ্রামের বাচ্চা মেয়েরাই গাছে জল দেয়, গাছের পরিচর্যা করে। তাই গাছগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান। আজকাল পরিবেশ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। তার মধ্যে গাছের ভূমিকাই প্রধান। শহরে শহরে বছরে একদিন ঘটা করে বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়। তার মধ্যে অনেক গাছই বাঁচে

BanglaBook.org

না, কারণ পরে মানুষ সেই গাছের কথা ভুলে যায়। আর এই গ্রামের মানুষ অত পরিবেশ-টরিবেশের কথা বোঝে না। গাছ এদের জীবন সঙ্গী।

ছোট ছোট কাচের গেলাসে ধোঁয়ার গন্ধ মেশা ফোটানো চা। তাও বেশ ভালোই লাগছে। আমি দুই গেলাস চেয়ে নিলুম।

এর মধ্যে গ্রামের আরও কিছু মানুষ ও বাচ্চা ছেলে মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা দিয়ে একজন দুটো গরুও নিয়ে গেল। ভাগলপুরি গাইয়ের কথা শুনেছি ছেলেবেলায়। কিসের জন্য বিখ্যাত, বেশি দুধ দেয়?

রূপম আমাকে ইংরেজিতে বলল, ব্যবস্থা বেশ ভালোই। তবে কোনো মেয়ে যদি অন্য জাতের কিংবা অন্য ধর্মের ছেলেকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে কি এরা মেনে নেবে।

আমি ত্রস্ত হয়ে বললুম, না না, ওসব নিয়ে খোঁচানোর দরকার নেই। এখানে মেয়েরা যতখানি অধিকার পেয়েছে তাই-ই তো যথেষ্ট।

রূপম বলল, কাগজে পড়ছিলাম, অন্য জাতের ছেলেকে বিয়ে করলে সেই মেয়ে আর ছেলেকেও পিটিয়ে মারা হয়। যতদিন না মানুষ বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতা না পায়, ততদিন এ দেশটা ঠিক স্বাধীন হবে না। চল, এবারে যাওয়া যাক।

আমি একটি বাচ্চা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমহারা নাম কেয়া?

সে বলল, লছমি। আপকা নাম?

সত্যিই তো, কারুর নাম জিজ্ঞেস করলে নিজের নামই বলা উচিত।

টুলটুলকে ভগবান সিং নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, বেটি তোমার কবে শাদি হয়েছে। এদের মধ্যে তোমার বর কোন্‌জন? টুলটুল মুখখানা ম্লান করে বলল, এরা আমার ভাই। আমার বাবার টাকা নেই, আর আমাদের গাইও নেই। তাই আমাকে কেউ বিয়ে করতে চায় না।

গাড়িতে ওঠার সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, রাস্তার ওপারে একটা গাছে অনেক চালতা ফলে আছে। মসুরির ডাল দিয়ে চালতার টক খেতে দারুণ হয়। আমার মা খুব ভালোবাসে। কলকাতার বাজারে চালতা খুব কমই ওঠে।

BanglaBook.org

আমি রূপমকে বললুম, এখান থেকে কয়েকটা চালতা কিনে নিয়ে গেলে হয় না? এত টাটকা।

রূপম বলল, আমি কোনোদিন চালতা খাইনি। সুমন্ত্র, তুই খেয়েছিস কখনো?

সুমন্ত্র বলল, টক মনে পড়ছে না। কাঁচা খায়, না পাকা?

টুলটুল বলল, আমি আগে এই ফলটাই দেখিনি। বেশ শক্ত শক্ত বলের মতন। অনেক হয়েছে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, হায় বাঙালি, তোমার কি অধঃপতন। তুমি চালতা খাইতে ভুলিয়া গিয়াছো!

আমি গাড়ি থেকে নেমে ভগবান সিংকে জিজ্ঞেস করলুম, আমি কিছু চালতা নিতে পারি?

তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কী নির্দেশ দিলেন।

ছেলেমেয়েরা ওমনি মহাউৎসবে গাছে উঠে চালতা বেছে বেছে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে টপাটপ ফেলতে লাগল মাটিতে। চালতা বৃষ্টি বলা যায়।

আমি হাত তুলে বললুম, ব্যস, ব্যস, এই যথেষ্ট। আর চাই না, আর চাই না!

বাচ্চারাই চালতাগুলো তুলে দিল গাড়িতে।

আমি পকেটে হাত দিয়ে ভগবান সিংকে জিজ্ঞেস করলুম, কত দিতে হবে?

তিনি দুই ভুরু তুলে বললেন, সে কি? আপলোগ তো খরিদ্দার নেহি, আপলোক এই গাঁওকা মেহমান। মেহমানের কাছ থেকে কি দাম নেওয়া যায়? আমার বরং আফসোস হচ্ছে, কিছুদিন আগেই সব আম পেরে ফেলা হয়েছে। আপনাদের এই গাঁওয়ের আম খাওয়াতে পারলাম না। বহোৎ ব্যুরিয়া আম। আপনারা কলা নেবেন। এক ছড়া পাকা কলা আছে।

আমি বললুম, না, না, আমরা আর কিছু চাই না। আপনাকে, এই গ্রামের সবাইকে বহোৎ বহোৎ শুকরিয়া। ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন।

গাড়িটা স্টার্ট দেবার পর, সুমন্ত্র পাতাশুদ্ধ একটা চালতা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে আপন মনে বলল, ফেইন্ট একটা গন্ধ আছে। আগে

BanglaBook.org

কখনো... স্বর্গের ফলের এই রকমই গন্ধ হয়। টুলটুল রূপমের পিঠে হাত রেখে বলল, কী বলেছিলাম না...

রূপম তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ। এ নিয়ে আর বেশি কথা নয়। বেশি বেশি বললে ফিলিংটা নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বেশ লাগল জায়গাটা, থ্যাংকস টু ইউ!

তখনো আমরা জানি না, এরপর আমাদের একটা সাংঘাতিক ঘটনাও দেখতে হবে আর একটি গ্রামে।

সাত.

আমার মতে, আমার মাসতুতো বোন রিনির বেশ কিছু দিন সুমন্ত্রর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেম করার পর হঠাৎ সেটা ছিঁড়ে ফেলা আর তড়িঘড়ি আর একজনকে বিয়ে করে ফেলাটা, বেশ অন্যায়ই বলতে হবে। সম্পর্ক যদি আর রাখতে নাই-ই চাইত সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। তা হলে আর একটু সময় নিয়ে রইয়ে-সইয়ে চুকিয়ে ফেলতে পারত।

রূপম অবশ্য মনে করে, ধুমদাম কিছু একটা করে ফেলাই তো রিনির স্বভাব। এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। সুমন্ত্রর মতন একজন পড়ুয়া, আলা ভোলা, কবি স্বভাবের মানুষের সঙ্গে সে বেশি দিন মানিয়ে চলতে পারত না, বিয়ে হলেও ওদের ডিভোর্স হতো নিশ্চয়ই।

যাক, সে তো যা হবার হয়েই গেছে। সুমন্ত্র ব্যাপারটা কীভাবে নিয়েছে, তা নিয়েই আমাদের চিন্তা। সে একেবারেই নিরুত্তেজ আর শান্ত, এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কবিরা তো সাধারণত ভাব-প্রবণ হয় শুনেছি, সুমন্ত্রর বেলায় তো দেখছি, সব ভাব গোপন!

গাড়িতে টুলটুল রয়েছে বলে আমরা এই প্রসঙ্গটা একবারও তুলছি না। কিন্তু এই একই চিন্তায় মাঝে মাঝে রূপমের সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে আমার। সুমন্ত্রর মুখে বিষণ্নতার কোনো ছাপই নেই, সে বরং টুকটাক মজা করছে টুলটুলের সঙ্গে।

টুলটুলকে গাড়িতে এনে বেশ ভালোই হয়েছে। সে গান টান গাইতে পারে। মাঝে মাঝে মজার কথাও বলে।

BanglaBook.org

পাটনায় রূপমের একটা কাজ ছিল। সে গেল একটা অফিসে, আমরা একটা রেস্তোরাঁয় বসে সময় কাটালুম।

আসানসোল পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।

রূপম টানা গাড়ি চালাচ্ছে, তার ক্লান্ত হয়ে পড়ারই কথা। টুলটুল যদিও বার বার বলেছে, সে অনেক দিন গাড়ি চালাচ্ছে, লাইসেন্স তার সঙ্গেই আছে, কিন্তু রূপম তাকে কিছুতেই স্টিয়ারিংয়ে বসতে দেবে না।

টুলটুল বারবার তাকে সেলফ শাফিনিস্ট বলে খোঁচা মারলেও রূপম অনড়।

সুমন্ত্র বলল, তা হলে রাত্তিরটা আমরা এখানেই কোনো হোটেলে থেকে যাই না কেন? বিশ্রাম-টিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে কলকাতায় পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না।

টুলটুল বলল, হোটেলে থাকতে হবে কেন? বার্নপুর চল, সেখানে আমার মামা থাকেন। মস্ত বড় কোয়ার্টার, কোনো অসুবিধে নেই। রূপম বলল, আর একটা কাজও করা যেতে পারে। আমার দাদার এক বন্ধু রবিদা, এদিককারই এক গ্রামে একটা ফার্ম খুলেছেন, অনেকবার যেতে বলেছেন আমাকে। সেখানেও ঘুরে এলে হয়। তবে বেশ রিমোট গ্রাম।

সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করল, ফার্ম মানে কী? কীসের ফার্ম।

রূপম বলল, অনেকখানি জমি নিয়ে গরু, ভেড়া, হাঁস-মুরগি এসব ব্রিড করাচ্ছেন, গ্রামের কিছু লোক কাজও পেয়েছে।

সুমন্ত্র বলল, গ্রামসেবক, আদর্শবাদী? এসব লোক অনেক সময় গান্ধী টাইপের হয়। সিগারেটও খেতে দেয় না। হুইস্কি-টুইস্কির তো প্রশ্নই নেই। আমি ভাই আজ একটু হুইস্কি খাব।

রূপম বলল, না রে, রবিদা সে টাইপের নয়। আমরা গেলে হুইস্কি অফার করবে, নিজে খায়। একটা ওষুধ কোম্পানিতে বড় চাকরি করত, একদিন বসের সঙ্গে খটাখটি হলো, ইনশাল্টেড ফিল করে সেদিনই চাকরি ছেড়ে দিল। কিছু দিন বাড়িতে বসে গুমড়োবার পর ঠিক করল, জীবনে আর কখনো অন্যের আন্ডারে চাকরিই করবে না। তাই এই ফার্মিংয়ের আইডিয়া।

BanglaBook.org

টুলটুল বলল, আমার মামাও ভালো স্কচ খাওয়াবে।

সুমন্ত্র বলল, আমরা কেউ স্কচের কাঙ্গাল নই। আমাদের নিজেদের কাছেই সাধারণ হুইস্কির স্টক আছে। বড় অফিসারদের সামনে আমি কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে যাই।

টুলটুল বলল, ভ্যাট! আমার মামা সন্ধের পর আর অফিসার থাকে না। কীর্তন গান করে।

তাহলে দাঁড়াল, মামাবাড়ি ভার্সাস রবিদার ফার্ম। বার্নপুর ভার্সাস গণ্ড গ্রাম।

সুমন্ত্র চায় গ্রামেই যেতে, রূপমেরও তাই ইচ্ছে। আমি নিরপেক্ষ। সুতরাং টুলটুলের একার জোর গলায় দাবিতেও মামাবাড়ি ক্যানসেলড। টুলটুল একটা রাম চিমটি কাটল আমাকে।

রূপম বলল, দাঁড়া ফোন করে দেখেনি, রবিদা ওখানে আছে না কোনো কারণে কলকাতায় গেছে।

মোবাইল ফোনের যুগের কী অপূর্ব মহিমা। গ্রাম-শহরের দূরত্ব ঘুচে গেছে। রাস্তাঘাট, যেখান থেকে ইচ্ছে, যার সঙ্গে ইচ্ছে কথা বলা যায়।

রবিদা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রাজি। রসিক, মজলিশি মানুষ। আমি দেখেছি ওকে দু'একবার। তবে শুনেছি, এই গ্রামে এসে ফার্ম করার জেদে বউয়ের সঙ্গে খুব ঝগড়া চলছে। বউদি এই ধাধবাড়া গোবিন্দপুরে কিছুতেই আসতে চান না।

রবিদা বললেন, কয়েক দিন খুব বৃষ্টি হওয়ার কারণে তার ফার্মের দিকের রাস্তায় থিকথিকে কাদা জমে আছে। ওদিকে আলোও নেই। সুতরাং রূপমের পক্ষে রাস্তা চেনা শক্ত হবে। তাই তিনি নিজে এসে ঘোষপুকুর নামে একটা গ্রামের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সেখান থেকে আমাদের পথ দেখাবেন।

আমি যদি টুলটুলের পক্ষে ভোট দিতাম আর তার দাবি মেনে তার মামা বাড়িতেই যাওয়া হতো, তাহলে পরবর্তী নাটকীয় ঘটনার বিষয় আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। সামান্য একটু সিদ্ধান্তের এদিকে-ওদিকে তো ইতিহাসেরও অনেক কিছু বদলে যায়।

BanglaBook.org

রবিদার কাছে যাওয়ার আগে আমাদের নিজেদেরই উচিত দু'একটা স্কচের বোতল নিয়ে যাওয়া, রূপমই এই কথা বলে দোকান খুঁজতে লাগল।

টুলটুল বলল, আমি কিন্তু বিয়ার ছাড়া আর কিছু খাই না। দোকান খুঁজতে খানিকটা সময় লেগে গেল। জ্যামের জন্য শহর থেকে বেরুতেই দেরি হয়ে গেল অনেক। সেই জন্য ঘোষপুকুর গ্রামের রাস্তার মোড়ে পৌঁছানোর জন্য রবিদা সময় দিয়েছিলেন আটটা, আমরা এলুম সোয়া ন'টায়।

খাঁকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে আছেন রবিদা মাথায় একটা টুপি, হাতে একটা লাঠি। রাত্তিরের দিকে গ্রামের রাস্তায় কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে, তাই হাতে একটা লাঠি রাখতে হয়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বয়েস, গায়ের রং খুব ফর্সা।

একটা সিগারেট টানতে টানতে রবিদা বললেন তোরা আসতে দেরি করলি, তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। কাল বিকেল থেকে শুনছি এই গ্রামে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। সেটা নিজের চোখে দেখে এলাম। অদ্ভুত না অদ্ভূত।

এ রকম শুনলে কৌতূহল হবেই। কী ব্যাপার, রবিদা?

রবিদা বললেন, তোরা দেখতে যেতে চাস? বেশি দূর না, পায়ে হেঁটেই যাওয়া যায়। একটা মেয়ে, তিন দিন ধরে এক জায়গায় ধরনা দিয়ে বসে আছে, সে কিছু খায়নি, খাবার দিলেও খাচ্ছে না। সে আত্মহত্যা করবে বলছে, কেউ তাকে সাহায্য করতে পারছে না, বাধা দিতেও পারছে না।

কেন, আত্মহত্যা করতে চায় কেন?

অ্যানাদার ট্রাজেডি। গ্রামের দিকে এরকম তো মাঝে মাঝেই শোনা যায়। একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভাব হয়েছিল, সে বিয়ে করবে বলে কথাও দিয়েছিল, সব ঠিকঠাক, এখন সে চম্পট দিয়েছে। একেবারে হাওয়া। এর মধ্যে আবার মেয়েটি প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছে।

টুলটুল বলল, আমি তাকে দেখতে যাব।

রূপম বলল, কাল সকালে গেলে হয় না?

টুলটুল বলল, রবিদা তো বলছেন, বেশি দূর না।

BanglaBook.org

সুমন্ত্রও বলল, চল না, আজই দেখে আসি। আমি মেয়েটিকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

গাড়িটা রেখে যাওয়াই ভালো। আমরা হাঁটতে লাগলুম পাঁচজনে।

রবিদা বললেন, ছেলেটির নাম শত্রুঘ্ন মণ্ডল। এখানে পাণ্ডবেশ্বর বলে একটা বড় জায়গা আছে, তার কাছেই কোনো গ্যারেজে জুনিয়র মেকানিকের কাজ করে। আর মেয়েটির নাম বীণা, সে একটা প্রাইমারি স্কুলের আয়া। দু'জনের কোথায় দেখা হলো, আর কী করে ভাব-ভালোবাসা হলো তা আমরা জানি না। কিছুদিন কোর্টশিপের পর দু'জনে বিয়ে করে নিলেই সব দিক দিয়ে মানানসই হতো। ছেলেটি নাকি পাকা কথা দিয়েছিল, তবু কেন পালাল, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

টুলটুল বলল, পালিয়েছে, তার কারণ হি ইজ আ এস ও বি! একটা লম্পট। মেয়েটা ওকে বিশ্বাস করেছিল, সেই সুযোগে... এই সব লোককে ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝুলানো উচিত।

আমি বললুম, তুই যখন ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট হবি, তখন এই রকম আইন করিস।

রবিদা বললেন, ফাঁসি না হোক, শাস্তি দেবার আইন আছে। কিন্তু এদের ধরা খুব শক্ত। নাম পাল্টে ফেলবে। কিছুদিন আগে এ রকম আর একটা কেস হয়েছে। সেখানেও মেয়েটা টুলটুল বলল, সুইসাইড করেছিল?

হ্যাঁ, বীভৎসভাবে। গায়ে আগুন লাগিয়ে। আর যে ছোকরা পালিয়েছিল সে এখনো বাড়ি ফেরেনি বটে। তবে হাটে-বাজারে নাকি তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু কে তাকে শাস্তি দেবে?

কেন পুলিশ!

পুলিশের দায় পড়েছে। তাদের কত কাজ। বেশিরভাগ সেইসব সামলাতেই হিমশিম খেয়ে যায়।

ছেলেরা পালায়, মেয়েরা কেন পালায় না? আত্মহত্যা ছাড়া গতি নেই?

মেয়েরা কোথায় পালাবে? এ দেশের মেয়েরা এখনো একলা পালাতে শেখেনি।

BanglaBook.org

'ধরহরা' গ্রামে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন বলে রাস্তাঘাট পাকা হয়ে গেছে, অনেক রিপোর্টার আর মানুষজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা, কোনো হোমরা-চোমরাও আসেননি। তাই প্যাচপেচে কাদা আর নালা খোন্দল ভর্তি পথ।

তবে কেচ্ছাকাহিনী শোনার লোভে, কেচ্ছার জলজ্যান্ত নায়িকাকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহে এই রাতেও আট-দশজন লোক জমায়েত হয়েছে সেখানে।

কয়লাখনি অঞ্চল বলে সব গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। একটা চালা দেওয়া ঘরের সামনের সিঁড়িতে বসে আছে এক রমণী, হলুদ-কালো ডুরে শাড়ি পরা, দুই হাঁটুর ওপর মুখ গোঁজা। তার সামনে দুটো থালায় কিছু চাপাটি আর কিসের যেন তরকারি। বোঝাই যায়, মেয়েটি সে খাবার ছোঁয়নি। রাত্তিরে মাছি আসে না। কিন্তু অন্য এক ধরনের পোকা ভন ভন করছে সেই তরকারির উপরে। পাশে একটা মাটির কলসিভরা জল।

একটা বাল্ব জ্বলছে দরজার উপরে, পাশের একটা বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ।

অন্য লোকজনদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, পাশের বাড়িটি শত্রুঘ্নর পিসিমাদের। তারা এই মেয়েটিকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছেন, তারপর হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এ মেয়ে কিছু খাবে না। ওখান থেকে উঠবে না, কাল সারা দিন বৃষ্টিতে ভিজেছে। এ মেয়েকে নিয়ে কী করা যায়?

লোকজনদের ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে গেল টুলটুল। উঠোনে থিকথিক করছে কাদা। আসার পথেই টুলটুল ওর হিল তোলা জুতো খুলে ফেলেছে, এখন খালি পা। কাদা ঠিক আছে। কিন্তু এর মধ্যে যদি কেঁচো-টেঁচো দেখতে পায়, তাহলেই টুলটুল আঁতকে উঠবে।

মেয়েটির পাশে গিয়ে টুলটুল নরম গলায় বলল, এই শোন। আমার একটা কথা শোন।

মেয়েটি কোনো সাড়াও দিল না, মুখও তুলল না।

টুলটুল আবার বলল, শোন, একবারটি তাকাও আমার দিকে

এবারও মেয়েটি পুরো অগ্রাহ্য করল তাকে।

BanglaBook.org

তারপর টুলটুল তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ডাকতে যেতেই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হলো। সে মুখ তুলে ই-ই-ই একটা বিশ্রী শব্দ করেই এক ঠেলা মারল টুলটুলকে। এত জোরে যে, টুলটুল প্রায় পড়েই যাচ্ছিল।

জনতা থেকে কেউ একজন বলে উঠল, ছরে আছুন ম্যাডাম। ছরে আছুন। কামড়ে দিতে পারে।

কয়েকজন হেসে উঠল।

এ অবস্থা নিয়েও রসিকতা করা যায়? বাঙালি জাতি তো রসিকতা জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত।

টুলটুল কিন্তু ঘাবড়ালো না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে আবার বলল, তুমি আমার একটা কথা শুনবে?

মানুষের চোখ সত্যি সত্যি জ্বলে না। তবু আমরা বলি জ্বলন্ত চোখ। রমণীটি একই রকম চোখে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, দু'হাত বাড়িয়ে এমনভাবে এগিয়ে এলো যেন মনে হলো সত্যি সত্যি সে টুলটুলের গলা টিপে দেবে! এবার আর টুলটুলের সাহস বজায় রইল না। সে দৌড়ে পালিয়ে এলো। আর একবার হাসির ঢেউ। এ দৃশ্যটা আমার প্রথম থেকেই সহ্য হচ্ছিল না। আমি রবিদাকে বললুম এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তো লাভ নেই। চলুন আমরা ফিরি।

এটা একটা বাস্তবতা। গ্রাম বাংলায় এ রকম ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে, আমি জানি। কিন্তু তার সামনাসামনি হতে ভয় পাই। নিজের অসহায়তার কথা বুঝতে পারি।

রবিদার ফার্মে পৌছতে পৌছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

হাত-পা ধুয়ে সবাই মিলে পরিচ্ছন্ন হতে না হতেই ডাক পড়ে গেল খাবার টেবিলে। হুইস্কি-টুইস্কি পান করার কথা কারুর মনেই পড়ল না।

এর মধ্যে রবিদার কর্মচারীরা অনেক রকম খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সেগুলো সব টেবিলের ওপর সাজানো, দেখতে বড় সুন্দর লাগে।

খুব বেশি দূরে নয়, সিঁড়িতে বসে আছে একটি মেয়ে, তিন দিন কিছু খায়নি। আর আমরা এত রকম খাবার খেতে পারব?

BanglaBook.org

বাঃ, খাব না কেন? দেশের মতন মানুষ এখনো প্রায় না খেয়ে থাকে, কেউবা আধপেটা খায়, একবেলা খায়, তা কি আমি জানি না? তবু কোথাও পোলাও-কালিয়া পেলে হাত চেটে চেটে খাই। সব আদিখ্যেতা মহাপুরুষেরা পারে।

তবু, একটু আগে দেখে আসা এক নারী, তার সামনে খাবার রাখা আছে, তবু তিন দিন ধরে সে তা একটুও স্পর্শ করেনি, মনের মধ্যে কতখানি জ্বালা থাকলে এই সংযম বা ঘেন্না আসতে পারে, সে কথা মনে পড়বেই।

আমি ভাতের সঙ্গে মুরগির ঝোল মেখে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। টাটকা মুরগি, এই যেন ঠিক স্বাদ পাচ্ছি না।

খাবার টেবিলে প্রথমে রবিদার ফার্ম বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হলেও অবধারিতভাবে ঘোষপুকুরের মেয়েটির কথা এসে পড়বেই।

টুলটুল খানিকটা আহতভাবে বলল, আমার সঙ্গে ও এ রকম খারাপ ব্যবহার করল কেন? আমিও তো মেয়ে, আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারত না?

রবিদা বললেন, দেখ, একজন কেউ যদি চরম অমানবিক ব্যবহার করে তাহলে পৃথিবীর ওপরই তার রাগ হয়। কাউকেই সে আর সহ্য করতে পারে না।

রূপম বলল, রবিদা, তুমি ওকে কোনো রকম সাহায্য করতে পার না। তোমার এখানে–

রবিদা বললেন, এসেই আমি আমার ম্যানেজারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। ওকে তো এখানে আশ্রয়, মানে চাকরি দেওয়াই যায়। গোয়ালঘরে কাজ করবে। মাইনে পাবে, খাওয়া-দাওয়া, নিজের কোয়ার্টারে স্বাধীন থাকবে। কিন্তু

একটু থেমে রবিদা ম্লান হেসে বললেন, খুব বড় একটা কিন্তু আছে। ও যে প্রেগন্যান্ট। এখানে এসে যদি ওর বাচ্চা হয়, অবিবাহিত মেয়ের সন্তান। গ্রামের মানুষ এটা কিছুতেই মেনে নেয় না। তখন দলবল বেঁধে আমার ফার্মে এসে হামলা করবে। আমরা বিপদে পড়ে যাব। ম্যানেজার বলল, এরকম রিস্ক আমরা নিতে পারি না। মেয়েটা ওই একটা খুব ভুল করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

টুলটুল ঝাঁজের সঙ্গে বলল, একবার ভুল করেছে বলে সে আর বাঁচতে পারবে না? পেটের বাচ্চাটাকে নিয়ে তাকে মরতেই হবে? পুরুষরাও যে কত রকম ভুল করে?

আমি বললুম, দ্যাখ টুলটুল, সব সময় নারীবাদীদের মতন কথা বলিস না তো! নারী আর পুরুষ অন্য অনেক ব্যাপারে সমান হতে পারে। কিন্তু শারীরিকভাবে তো নয়। পুরুষরা প্রেগন্যান্ট হয় না। প্রকৃতিই তাদের সেই সুযোগ দিয়েছে। সেই জন্যই মেয়েদের সাবধান হতে হয়।

রবিদা বললেন, অনেক দেশে এটা কোনো ব্যাপারই না। কাগজে পড়েছি, ভার্জেনিয়াতে এক মহিলা পরপর চারটি সন্তান প্রসব করেছেন, তাদের একজনেরও বাবা নেই। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমাদের সমাজ যে তেমন নয়, ভণ্ডামিতে ভর্তি। এখনো জাত-পাত, ছুঁৎ মার্গ।

টুলটুল সুমন্ত্রর দিকে ফিরে বলল, তুমি যদি কোনো মেয়েকে খুব ভালোবাসো আর সেই মেয়েটা তোমাকে হঠাৎ টিচ করত, তাহলে তুমি সেই মেয়েটার সামনে গিয়ে এরকম ধরনা দিতে পারতে?

সুমন্ত্র একটুও চমকে উঠল না কিংবা বিচলিত হলো না। সে শান্তভাবে বলল, না।

টুলটুল আবার বলল, একটা মেয়ে যদি পারে তার মানে পুরুষদের প্রেম মেয়েদের মতন গভীর হয় না।

সুমন্ত্র বলল, কার ভালোবাসা কতটা গভীর, তা কি বাইরের প্রকাশ দিয়ে বোঝা যায়?

টুলটুল কি রিনি-সুমন্ত্রর ঘটনাটা জানে, নাকি আমাদের তিনজনের মধ্যে যে কোনো একজন হিসেবে সুমন্ত্রকেই প্রশ্নটা করেছে? যদি সব জেনে থাকে, তবে তা লুকিয়ে রেখেছে চমৎকারভাবে।

এই প্রসঙ্গ যাতে আর বেশি দূর না এগোয় তাই আমি বললুম, টুলটুল তুই এর মধ্যে প্রেম দেখলি কোথায়? এরা কি হাতে-হাত ধরে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়, না কি চাঁদের আলোয় গান গায়। সে রকম কোনো স্কোপই এখানে নেই। এখানে তো বোঝাই যাচ্ছে। ব্যাপারটা পিওরলি শারীরিক। ছেলেটা আর মেয়েটা লুকিয়ে কোথাও দেখা করত। মেয়েটা ঠিক মতন প্রোটেকশন নেয়নি, প্রেগন্যান্ট হয়েই ফেঁসে গেছে।

BanglaBook.org

ছেলেটা এরই মধ্যে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার পাতার ঝামেলায় যেতে চায় না। তাই কেটে পড়েছে।

টুলটুল খানিকটা জেদির মতন বলল, শারীরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েও প্রেম হয়। এতক্ষণ কি সেই মেয়েটা রেললাইনে গলা দিয়েছে?

রবিদা বললেন, এ লাইনে রাত্তিরের দিকে ট্রেন নেই। দু'একটা মালগাড়ি যদি এসেও পড়ে, সেগুলোর টাইমিংয়ের তো কোনো ঠিক থাকে না। সোয়া দশটা, পৌনে বারোটা আর তিনটে দশে প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

এই আলোচনায় মধ্য রাত গড়িয়ে চলল, বীণা আর শত্রুঘ্নকে ছেড়ে চলে এলো আরও অনেক বৃহত্তর সামাজিক বিষয়। আমার ঘুম পেয়ে গেল।

সকাল বেলা পৌনে আটটার মধ্যেই আমরা সবাই তৈরি। সবারই বিকেলে কলকাতায় কাজ আছে।

রবিদাকে ধন্যবাদ-টন্যবাদ যা যা দিতে হয়, সেসব দিয়ে আমরা গাড়িতে বসলুম যে যার আগের জায়গায়।

রূপম বলল, আমি একেবারে টেনে চালাব বুঝলি? বর্ধমান-শক্তিগড়ে থামব না, একেবারে কোনায় এক্সওয়ের কাছে কোনো রেস্তোরাঁয় বসে এককাপ করে চা খাব। তারপর অর্ধঘণ্টার মধ্যে যে যার বাড়ি।

টুলটুল মাথা দুলিয়ে বলল, উঁহু। প্রথমেই আমাদের লোকাল থামতে হবে।

রূপম মুখ ফিরিয়ে বলল, থানায়? কেন?

টুলটুল বলল, একটা মেয়ে মরবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, তা নিয়ে থানার কি কিছু করার নেই? তা হলে থানা-পুলিশ আছে কী করতে? এ দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেল নাকি?

সুমন্ত্রও বলল, হ্যাঁ, পুলিশের রি-অ্যাকশনটা জানা দরকার। রূপম একটুখানি থামিস।

রূপম আমাকে জিজ্ঞেস করল, আর নীলু? তোর কোনো দাবি নেই?

আমি বললুম, সকালবেলাতেই পুলিশ-টুলিশ আমার সহ্য হয় না। ওরা গিয়ে কথা বলবে, আমি গাড়িতেই বসে থাকব। তবে আর একটু আগে আর এক কাপ চা পেলে খুশি হতুম।

BanglaBook.org

থানাটা বেশ ছোট। সাধারণত অন্য থানার সামনে মাছি ভনভন করার মতন কিছু লোক জটলা করে থাকে। এখানে কেউ নেই। মনে হয় থানাটার এখনো ঘুম ভাঙেনি। খনি এলাকা বলে বোধ হয় রাত্তিরের দিকে বেশি জাগে।

ওরা তিনজন নেমে যাওয়ার একটু পরই রূপম ফিরে এসে বলল, এই নীলু, আয়, পুলিশ আমাদের চা খাওয়াচ্ছে।

বড় দারোগা অসুস্থ, থানা সামলাচ্ছে ছোট দারোগা। তার লম্বা-চওড়া চেহারা হলেও মুখখানা বাচ্চা ছেলের মতন। আমাদেরই বয়সী। তার নাম অরিজিৎ নাগ। অরিজিৎ নামটা যিনি রেখেছিলেন তিনি কি জানতেন যে ভবিষ্যতে এ দেশকে জীবিকার কারণে চোর-গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে?

সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করল, আপনি শুনেছেন তো সব ব্যাপারটা?

অরিজিৎ বলল, হ্যাঁ, জানি তো অবশ্যই। আপনারা যে কাল রাত্তিরের দিকে গিয়েছিলেন, সে খবরও জানি। এ নিয়ে এই থানায় এটা সেকেন্ড ঘটনা। আগেরবারেও আমরা কিছু করতে পারিনি।

টুলটুল জিজ্ঞেস করল, কেন কিছু করতে পারেননি?

এদেশে তো অনশন করা বে-আইনি নয়। ছাত্র, নেতানেত্রী যখন তখন অনশনে বসে যাচ্ছেন, পুলিশ তার ধারেকাছেও যেতে পারে না। এখানে বীণা নামে একটি মেয়ে তিন দিন না খেয়ে আছে। তার ইচ্ছে হয়নি, সে খাচ্ছে না। পুলিশ কী করবে?

ও আত্মহত্যা করার কথা বলছে।

দেখুন, মিস, আত্মহত্যা তো ওকে করতেই হবে। ছেলেটা ভেগে পড়েছে। সবাই জেনে গেছে যে মেয়েটি প্রেগন্যান্ট। সো, ওর বাড়ির কেউ ওকে ফেরত নেবে না। ছোকরাটার পিসি ওকে বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না বলেছে। কোথাও আশ্রয় পাবে না। এ বাঙলার মাটিতে ওর কোনো স্থান নেই। সুতরাং ...

বাঃ, আপনারা আশ্রয় দিতে পারেন না? আপনারা আত্মহত্যা থেকে তো ওকে আটকাতে পারেন?

দেখুন, আইন বড় পিকিউলিয়ার। আত্মহত্যা করা বে-আইনি। এখন

BanglaBook.org

যে আত্মহত্যা করে, মানে পুরোপুরি টেঁসে যায়, তাকে আইন কী শাস্তি দেবে? আর যদি কেউ আত্মহত্যা করার চেষ্টার পরেও কোনোক্রমে বেঁচে যায়, তা হলে তাকে কিছুদিন জেল খাটানো যেতে পারে। যেন বেঁচে ওঠাটাই তার অপরাধ। আর আত্মহত্যা করার হুমকি। ওরকম মুখে অনেকেই বলে, কত স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার সময় ওই কথাটা শোনা যায়, রাত্তিরে। আবার সকালে ওগো, হ্যাঁগো শুরু হয়ে যায়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, মুখে কেউ সুইসাইডের থ্রেট করলেও উই হাভ নাথিং টু ডু!

আপনারা ওই শত্রুঘ্ন নামে বদমাশটাকে ধরতে পারেন না?

তার নামে তো কেউ এফআইআর করেনি। যদিও ও কী করেছে তা আমরা জানি, কিন্তু ওই বীণা নামের মেয়েটি থানাতেই ঢোকেনি।

আমরা এখন অভিযোগ জানাতে পারি না?

পারেন। পি আই এল, আপনজন কেউ না হলেও পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন। লিখুন না। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হবে না। আগেই স্রেফ বলে দিচ্ছি।

কেন? কেন?

দেখুন, এটা কোল বেল্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। নানা জাতের লোক নানা রকম বস্তিতে থাকে। এ ছোকরা যদি নাক ভাঁড়িয়ে কোথাও মিশে যায়, তাকে খুঁজে বার করা খুবই শক্ত হবে। আপনারা আর একটু চা নেবেন? এখানে ভালো খাস্তা কচুরি পাওয়া যায়, আনিয়ে দেব?

রূপম বলল, ধন্যবাদ। আর কিছুর দরকার নেই। আমরা এবার ওঠব।

অরিজিৎ বলল, সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের এখানে প্রধান কাজ লোকাল এম এল এ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পাহারা দেওয়া, খুনোখুনি তো হয় প্রায়ই। কয়লা খনিগুলোতে ঝামেলাও আমাদের সামলাতে হয়। তারপর এখন নতুন দায়িত্ব পাকিস্তানি স্পাই খোঁজা আর মাওবাদী... সেই জন্য ওই শত্রুঘ্নর মতন চুনোপুঁটিদের খোঁজার সময় পাব কোথায়?

টুলটুল বলল, ও, আপনারা এই সব ভালো ভালো কাজ করেন। তা হলে ঘুষের টাকা আসে কোথা থেকে? ঠোঁটে মিত হাসি, টুলটুলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অরিজিৎ বলল, ঘুষ? হ্যাঁ, তা তো আছেই। সারা

BanglaBook.org

দেশটাই তো ঘুষের ওপর চলছে। সারা পৃথিবীই বলতে পারেন! জানেন, প্রথম প্রথম চাকরিতে জয়েন করে আমিও ঘুষের বিরুদ্ধে... তখন আমার কলিগরা বলল, ওহে অরিজিৎ বেশি বাড়াবাড়ি কর না। তা হলে তুমি কোনো মাফিয়াদের হাতে খুন হয়ে যাবে। এক বছর আগেই একজন সাব ইন্সপেক্টর খুন হয়েছে। সেসব গল্প শুনতে চান?

টুলটুলকে প্রায় জোর করেই গাড়িতে তোলা হলো। এসব আলোচনা আর বেশি চালিয়ে লাভ নেই।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর টুলটুল একটা ইংরেজি গান ধরল, 'গুড মর্নিং মিস্টার রেইলরোড ম্যান, হোয়াট টাইম ইউর ট্রেইনস রান বাই? ইট'স নাইন ফিফটিন অ্যান্ড টু ফোর্টি ফোর, টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস টিল ফাইভ। গুড মর্নিং মিস্টার রেইলরোড ম্যান'।

সুরটা বেশ করুণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী গান রে টুলটুল?

টুলটুল বলল, এটা একটা নিগ্রো ব্লুজ। রবিদা এখানে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কী টাইমিং যেন বললেন? সোয়া দশটা, পৌনে বারোটা, আর তিনটে দশ। আমি ভাবছি। ঠিক কোন ট্রেনে বীণা আত্মহত্যা করবে? ও নিশ্চয়ই আজ-কালের মধ্যে বুঝে যাবে যে শত্রুঘ্ন নামে ওর বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমি বললুম, টুলটুল, মাথা থেকে ওই চিন্তাটা এবার তাড়া তো! দেখলি তো, আমাদের করার কিছু নেই। তুই বরং আর একটা গান কর।

টুলটুল গলা তুলে বলল, মাথা থেকে তাড়াব? একটি মেয়ে যে কোনো সময় আত্মহত্যা করবে, সব জেনে শুনেও... তোমরা তিন বীর পুরুষ মানুষ কিছুই করতে পারলে না। এখন আমাকে গান শোনাতে বলছ।

আমি বললুম, টুলটুল একটা চকলেট খা, মাথা ঠাণ্ডা হবে।

টুলটুল বলল, এই নীলুদা, তোমার একটা দিকশূন্যপুর না কী যেন আছে শুনেছি। সেখানে ওকে নিয়ে যেতে পার না?

সুমন্ত্র বলল, হ্যাঁরে নীলু, তুই মাঝে মাঝে দিকশূন্যপুর বলে কোথায় চলে যাস। আমাদের সঙ্গে নিস না কখনো। সেখানকার কথা আমাদের কিছু বলিস না। মনে হয় যেন সেটা একটা ইউটোপিয়া। সব মানুষ সমান।

BanglaBook.org

আমি হাত তুলে বললুম, দাঁড়া, কয়েক মিনিট কোনো কথা বলিস না। আমাকে চিন্তা করতে দে।

আমি মেরুদন্ড সোজা করে বসে রইলাম। ঠিক যেন ধ্যান করছি। আসলে ধ্যান-ট্যান কিছু না। চিন্তার গভীরে ডুব দিয়ে দিকশূন্যপুরটা একবার মনের চোখে দেখে নেওয়া। তাতেই আমার বুকের বল বাড়ে।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি বললুম, হ্যাঁ, ওকে দিনশূন্যপুরে নিয়ে যাওয়া যেতেই পারে। যদি ও রাজি হয়। সেখানে কুমারী মাতৃত্ব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামাবে না। বরং ওকে সাহায্য করবে। কিন্তু ওই বীণা যে একেবারে বাঘিনীর মতন হয়ে আছে। কোনো কথাই শুনছে না।

সুমন্ত্র বলল, আর একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

টুলটুল রূপমের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এই, চল চল।

রূপম বলল, কোনো লাভ নেই। ও মেয়ে তোকে কামড়ে দেবে!

টুলটুল বলল, দিক কামড়ে। তবু আমি আর একবার দেখতে চাই। একটি মেয়ে আত্মহত্যা করবে জেনেও আমরা

রূপম বলল, হয়েছে, হয়েছে। চল দেখা যাক।

আজ সকালের দৃশ্যটি অন্যরকম। একদম লোকজনের ভিড় নেই। গোটা পাঁচেক বাচ্চা খেলা করছে উঠোনে। পাশের বাড়িটার দরজা-জানালা খোলা, কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না অবশ্য।

সিঁড়িতে একই জায়গায় বসে আছে বীণা। তবে আজ আর হাঁটুতে মাথা গুঁজে নয়। সোজা, মুখটি তোলা।

সকালের আলোয় ভালো করে দেখা গেল তাকে। সে সুন্দরী নয় মোটেই, আবার অসুন্দরীও তাকে বলা যায় না। মাজা মাজা রং, চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু নাকটা বেশ চোখা। কদিনের উপোসেও সে নেতিয়ে পড়েনি। ভেতরের তেজ তার মুখের চামড়ায় বোঝা যাচ্ছে।

আমরা একটুক্ষণ সার বেঁধে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বীণা মুখ তুলে একবার আমাদের দেখে চোখ নামিয়ে নিল।

উঠোন আজ শুকনো। একটা খাবারের থালা উল্টে পড়ে আছে। মনে

BanglaBook.org

হয় কাক-টাক এসে খাবার চেষ্টা করেছিল। এখনো জলের হাঁড়িটার ওপর বসে দুটো শালিক চুকুম চুকুম করে জল খাচ্ছে। একটু পরে টুলটুল বেশ সহজভাবে হেঁটে বীণার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বীণা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়েও এলো না। সামনে যে এসেছে তাকে গ্রাহ্যও করল না।

আমার বুকের মধ্যে দুপদাপ শব্দ হলো। হঠাৎ বলে ফেললাম বটে, কিন্তু আমি ওকে ঠিকঠাক দিকশূন্যপুরে আশ্রয় দিতে পারব তো? আমি দিকশূন্যপুরের কেউ না। বরং সেখান থেকে পলাতক। তবু আবার ফিরে ফিরে যাই। সেখানকার মানুষ আমাকে ভালোবাসে।

টুলটুল এবার বেশ বকুনির সুরে বলল, এই বীণা, তুমি এখানে বসে কী করছ? সবাই তোমাকে নিয়ে হাসছে। তোমার একটা আত্মসম্মান নেই?

বীণা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আমি এখন তাইলে কী করব?

টুলটুল বলল, শত্রুঘ্ন পালিয়েছে, সে আর সহজে ফিরবে না বোঝাই যাচ্ছে, তুমি এখানে ধরনা দিয়ে বসে থেকে কী করবে? কী লাভ হবে?

বীণা বলল, আমি কোথায় যাব? আমার তো কোনো যাওনের জায়গা নাই। এক যমের বাড়ি ছাড়া।

টুলটুল বলল, যমের বাড়িতে এখন খুব ভিড়। সেখানেও সুবিধে হবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে চল।

এই প্রথম বীণার চোখের জল দেখা দিল। দুই হাতে মুখ চাপা দিয়ে হেঁচকি তুলে কাঁদল একটুক্ষণ। তারপর আবার হাত সরিয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনারা আমারে কোথায় নিয়ে যাবেন? কইলকাতায়?

টুলটুল বলল, না, কলকাতাতেও তুমি আশ্রয় পাবে না। আর একটা সুন্দর জায়গা আছে। সেখানে তোমার সন্তানের যত্ন হবে। তোমাকে অনেকে সাহায্য করবে। কিন্তু কেউ তোমার ওপর জোর করবে না।

সে রকম জাগা পৃথিবীতে কোথাও আছে? এ কী কথা বললেন?

আছে, দুটি একটি মাত্র জায়গা। সবাই সে জায়গার সন্ধান জানে না। তুমি চল আমাদের সঙ্গে।

যাব?

হ্যাঁ চল, তোমার এভাবে বসে থাকাটা দেখে মেয়ে হিসেবে আমারও অপমানবোধ হচ্ছে।

BanglaBook.org

আপনেরা কেন কষ্ট করবেন আমার জন্য? আমি বরং রেললাইনে মাথা দেই, সবাই জুড়োক।

রেললাইনে মাথা দেবার অনেক সময় পাবে। আপাতত চল ওখানে, যদি শান্তি না পাও, আবার চলে যাবে। ওঠ, ধর, আমার হাত ধর–

বীণা উঠে দাঁড়াল।

বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকাল।

মানুষের মনের জোর বা জেদ বজায় রাখার নিশ্চয়ই একটা সীমা আছে। তারপর সে ভেঙে পড়ে। কাল রাত্তিরে আমরা যে হিংস্র মেয়েটিকে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে আজকের বীণার কোনো মিলই নেই।

সে আমরণ অনশনে বসেছিল, তারপর তার দম ফুরিয়ে গেলেও সে নিজে থেকে উঠে যায় কী করে। আর কেউ তাকে জোর করে তুলে নিলে তার মুখ রক্ষা হয়।

হবু স্বামীর বাড়িতে চলে এসেছিল বীণা, কিন্তু সঙ্গে পোটলা-পুটলি কিছু আনেনি। এসেছে এক বস্ত্রে। সেই শাড়িটা এই ক'দিনের জল-কাদায় বিচ্ছিরি হয়ে গেছে। একটা রেস্ট এরিয়ায় থেমে টুলটুল ওকে নিজের একসেট সালোয়ার-কামিজ দিল বদলে আসার জন্য। নিজের চিরুনি দিল চুল আঁচড়াতে। একটা কী যেন ক্রিমও মাখিয়ে দিল মুখে।

রবিদা আমাদের কিছু স্যান্ডুইচ, ডিমসেদ্ধ, কমলালেবু দিয়েছিলেন। টুলটুল বলল, আগে দুটো লেবু খাও। একটু পরে অন্য খাবার খাবে।

বীণা কিন্তু তা শুনল না। দুটো লেবু খাবার পর পটাপট করে দুটো ডিমও খেয়ে নিল, আর একটা স্যান্ডুউইচ। চারদিনের খিদে। ঢক ঢক করে অনেকখানি জল খেয়ে নিয়ে স্বাভাবিক হলো। তারপর বিনীতভাবে সুমন্ত্রকে বলল, দাদা, আপনার একটা সিগ্রেট দেবেন? এই কয়দিন ভাত-রুটি খাই নাই, তবু সিগ্রেটের জন্যই বেশি মন আনচান করছিল।

তার অস্বস্তি কাটাবার জন্য টুলটুলও একটা সিগারেট ধরাল।

বীণা বলল, এইবার ঠিক করে বলেন তো আপনেরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কয়মাস আগে আড়কাঠিয়া গ্রামে এসে মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমারে নিয়া অবশ্য কোনো সুবিধে হবে না।

BanglaBook.org

আমরা চারজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম। নারী পাচারকারী! শেষ পর্যন্ত আমাদের এই পরিচয়।

টুলটুল বলল, তোমাকে তো আমরা বেঁধে রাখিনি, কোনো ড্রাগও খাওয়াইনি। শুনেছি নাকি ওরা ড্রাগ খাওয়ায়। তুমি যদি নেমে যেতে চাও, যেখানে বলবে তোমাকে নামিয়ে দেওয়া হবে। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি। তুমি প্রেগন্যান্ট, ইয়ে মানে গর্ভবতী। বিয়ে হয়নি, তাই সমাজে তো তুমি স্থান পাবে না। কিন্তু আমরা একটা জায়গার কথা জানি, যেখানে এ নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করে না।

আমি বললুম, তোমাকে উপার্জন করতে হবে মাঠে ঘাটে খেটে, শরীর দিয়ে নয়।

বীণা বলল, এসব কথা সত্যি?

তোমাকে শুধু শুধু মিথ্যা বলব কেন? এই যে নীলুদা, তিনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, অত সুখ আমার কপালে নাই। আমি একটা সত্য কথা বলি। আমার প্যাটে সন্তান নাই। ছিল। চাইর মাস। গত শনিবার নষ্ট হয়ে গেল। নিজে নিজে। মা কল্যাণেশ্বরীর দিব্যি, আমি কোনো ওষুধ-মষুধ খাই নাই, আমি তারে রাখতেই চাইছিলাম কিন্তু বাপের ধরন ধারণ দেখে সে অভিমান করে চলে গেল। এই সময় মেয়ে-মানুষের মনের অবস্থা যে কী হয়, তা আপনাগো কী কবো? এই সময় পুরুষ মানুষটার পাশে থাকার কথা না? সে মিথ্যা ভুজুং ভাজুং দিয়ে পালাল। কাইল পর্যন্ত আমি ঠিক করেছিলাম, মরব। রেললাইনে গলা দিয়ে এ প্রাণ জুড়াব। আজ সকাল থেকে মনে হচ্ছে, মরবো ক্যান! শোধ নেব না? যেখান থেকেই হোক ওই শ্রুঘ্নটাকে খুঁজে বার করব। তারপর ওরে খুন করে আমি জেলে যাব।

আমি টুলটুলের দিকে ফিরে বললুম, ওর দিকশূন্যপুর নেই। যারা প্রতিশোধের বাসনা নিয়ে সেখানে থাকতে চায় তাদের সেখানে আশ্রয় নেই।

BanglaBook.org

টুলটুল বলল, ও তো যেতেও চাইছে না বোধ হয়।

রূপম জিজ্ঞেস করল, আমি কোথায় গাড়ি থামাব?

বীণা বলল, আমারে আসানসোল মোড়ের কাছে নামায়ে দ্যান স্যার। আপনারা আমার অনেক উপকার করলেন।

টুলটুল জিজ্ঞেস করল, কী উপকার করলাম?

বীণা বলল, আপনাদের দেখেই আমি মন ঠিক করে ফেললাম। কাইল পর্যন্ত মরতে চাইছিলাম, আইজ বাঁচার ইচ্ছা হলো। ও হারামজাদাটারে আমি ধরবই। শাস্তি ওকে পেতেই হবে।

বেশ একটা ভিড়ের চৌমাথায় নামিয়ে দেওয়া হলো বীণাকে। একটু বাদেই সে মিশে গেল জনতার মধ্যে।

সহায়-সম্বল কিছু নেই, শুধু প্রতিশোধের জ্বালা বুকে নিয়ে একটি মেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই।

রূপম কৃত্রিম হতাশ হবার ভান করে বলল, যা, তাহলে এবারও আমাদের দিকশূন্যপুর যাওয়া হলো না।

আমি বললুম, ওই মেয়েটি রাজি হলেও কি সবাই মিলে সেখানে যেতুম নাকি? আমি ওকে নিয়ে যেতুম একলা। তাও আস্তে আস্তে রাস্তা চিনে চিনে, অনেকটাই হেঁটে।

সুমন্ত্র বলল, আমি কোনো দিন একা একা দিকশূন্যপুর যেতে পারি না।

আমি বললুম, পারতেও পার। তোমাকেই পথনির্দেশ খুঁজে নিতে হবে।

টুলটুল একটা গান গেয়ে উঠল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org